রাঁচি, শুক্রবার
20:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>020 >>02 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২০ >> << ০২রা, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

### বেইজিং ফোরামে তালিবানের উপস্থিতি চীনের সম্পৃক্ততা নীতিরই ইঙ্গিত

**বেইজিং :** এই সপ্তাহে বেইজিংয়ে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরাম রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্যই কেবল বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সুযোগ ছিল না, এটি এখন পর্যন্ত তালিবানের জন্যও বিরল সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোনো দেশ এখনো তালিবানকে স্বীকৃতি দেয়নি। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) দশম বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তালিবানের উপস্থিতি ছিল ২০২১ সালে আফগানিস্তান দখলের পর থেকে তালিবানের সর্বোচ্চ বহুপাক্ষিক বৈঠক। বেইজিং ফোরামে তালিবানকে আমন্ত্রণ এরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে যে চীন এখনো এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নীতি অব্যাহত রেখেছে। তালিবান মুখপাত্র আখুন্দজাদা আবদুল সালাম জাওয়াদ জানিয়েছেন,শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নূরউদ্দিন আজিজ দুই দিনের বৈঠকে যোগ দিতে বেইজিংয়ে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সোমবার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে গণমাধ্যমে পাঠানো এক ভিডিওতে জাওয়াদ বলেন,মূলত শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক,বাণিজ্যিক ও ট্রানজিট সম্পর্ক জোরদার করা। মে মাসে এক যৌথ বিবৃতিতে চীন ও পাকিস্তান ঘোষণা করে, চীনপাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর, বিআরআই এর ফ্ল্যাগশিপ, আফগানিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে।২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতা গ্রহণকারী তালিবানের জন্য এটি একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

**বাজার দর**
SENSEX : 65629.24 -247.78
NIFTY : 19624.70 -46.40

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 27.00 °c | 18.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .19 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .47 টা

**গহনার বাজার**
সোনা (বিক্রী)
58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

## রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

### গাজায় আটকে পড়া ফিলিস্তিনিরা ত্রাণ সরবরাহের অভাবে প্রাণ হারাতে পারে :জাতিসংঘ

**জেনেভা :** জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং জীবননাশের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি জাতিসংঘের দপ্তরগুলো মঙ্গলবার সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজায় আটকে পড়া হাজার হাজার ফিলিস্তিনির জরুরি প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হলে তারা আগামি দিনগুলোতে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে। জাতিসংঘ বলেছে ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে হামলা চালানোর পর এ পর্যন্ত প্রায় ৪,২০০ জন মানুষ নিহত হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে ২,৮০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ১১,০০০ আহত হয়েছে গাজায়। আর ইসরাইলে নিহতদের সংখ্যা আরো ১৪০০ এবং আহত হয়েছে ৪১০০ 'র ও বেশি। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিচার্ড পিপারকর্ণ বলেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অনেক কিছুর নাগাল পাওয়া কারণ জ্বালানি তেল, জল, ও চিকিৎসা সামগ্রী শেষ হয়ে আসছে এবং এগুলো আমাদের নাগালের বাইরে। আর এই দূর্যোগ প্রতি মূহূর্তেই বেড়ে চলেছে। মিশরের কায়রোতে পিপারকর্ণ বলেন গাজার হাসপাতালে আসা হতাহতের সংখ্যা দেখেই চিকিৎসাকর্মীরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ছেন।হাসপাতালগুলিতে অস্ত্রোপচার করার যন্ত্রপাতি এবং অত্যবশ্যক ওষুধপত্র ফুরিয়ে যাচ্ছে। পিপাকর্ণ বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইসরাইলের এই দাবি শুনে বেশী করে উদ্বিগ্ন যে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ১১ লক্ষেরও বেশি মানুষকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সরে যেতে হবে। এই সরিয়ে নেয়ার আদেশ গাজার উত্তরাঞ্চলের ২৩ টি হাসপাতালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং এর ফলে ২,০০০ 'এর বেশি রোগী, কর্মী এবং আরো অনেক অনেক লোক যারা লোকজনকে আশ্রয় দেন তারা সবাই প্রতিকুলতার সম্মুখীন।

# ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে দেশটির এক কর্মকর্তার পদত্যাগ

**নিউ ইয়র্ক :** ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা অবরুদ্ধ করে সেখানে বোমা হামলা চালাতে থাকা ইসরায়েলকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা। জশ পল নামের ওই কর্মকর্তা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বহির্বিশ্বে দেশটির অস্ত্র হস্তান্তর দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যুরোতে কর্মরত ছিলেন। পদত্যাগপত্রে জশ পল লিখেছেন, 'এক পক্ষের প্রতি অন্ধ সমর্থন থেকে বাইডেন প্রশাসন (মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন) এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অদূরদর্শী, ধ্বংসাত্মক ও অন্যায্য। আমরা প্রকাশ্যভাবে যে ধরনের মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন দিই, এটা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব পলিটিক্যাল মিলিটারি অ্যাফেয়ার্সে কংগ্রেসনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক পরিচালক হিসেবে ১১ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন জশ পল। তিনি আরও লিখেছেন, ইসরায়েল যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং তাদের

পদক্ষেপ ও দখলদারির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের অনেক ভুগতে হবে। তাঁর আশঙ্কা, আগের দশকগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ভুল করেছিল, সে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তিনি আর এর অংশ হতে রাজি নন।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়। জবাবে সেদিন থেকেই পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর মধ্যেই গতকাল বুধবার তেল আবিব সফর করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে পৌঁছেই হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের কথা জানান তিনি।

### ইসরাইলহামাস যুদ্ধে রক্তপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে

**জেনেভা :** ৭ অক্টোবর হামাস, হলোকাস্টের পর ইহুদিদের ওপর একক দিনে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গণহত্যা চালায়। এরপর থেকে ইসরাইল,গাজা এবং পশ্চিম তীরে সহিংসতা নজিরবিহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বোঝানোর জন্য বলা যায়, ২০১৪ সালের গাজা যুদ্ধে ৫০ দিনের লড়াইয়ের তুলনায় দুই সপ্তাহের কম সময়ের এই যুদ্ধে বেশি সংখ্যক ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি বেসামরিক নাগরিক মারা গেছে। এই সপ্তাহেই গাজার একটি হাসপাতালে বিস্ফোরণে শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। খবরে প্রকাশ, প্রায় ৩,৫০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় আরও ১২,০০০ মানুষ আহত হয়েছে। গাজার কর্তৃপক্ষ একথা জানিয়েছে। গাজা উপত্যকায় একটি হাসপাতালে বোমা হামলায় ৪৭১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন। হামলার দায় নিয়ে আইডিএফ এবং গাজার কর্মকর্তারা একে অপরের দিকে আঙুল তুলেছেন। আনুমানিক ১০ লাখ গাজাবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সক্রিয়কর্মীরা সতর্ক করেছেন,গাজার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু। লড়াই আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠায় তাদের অবস্থা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, ইসরাইলি সেনাদের সাথে সংঘর্ষ এবং সশস্ত্র বসতকারীদের অতর্কিত হামলায় পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে কমপক্ষে ৫৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১১০০ জন আহত হয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, গত সপ্তাহটি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রায় দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় ছিল। গত দুই বছর ধরে বসতকারী এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়েছে।

## মধ্য প্রদেশে উৎসবের মরশুমে গরবা নাচের অনুষ্ঠানে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল হিন্দু সংগঠন

**উজ্জয়িনী (এজেন্সী) :** ভারত জুড়ে অক্টোবর উৎসবের মরশুমে নবরাত্রি পালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগড়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। মধ্য প্রদেশে নরম হিন্দুত্বের অস্ত্রে বিজেপি তথা হিন্দুত্ববাদীদের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে কংগ্রেস। বুধবার ১৮ অক্টোবর হিন্দুত্ববাদী শিবিরের মেরুকরণ রাজনীতির নয়া কৌশল দেখা গেল মধ্য প্রদেশে মন্দির শহর উজ্জয়িনীতে। সেখানে গরবা নাচের অনুষ্ঠানে অহিন্দুর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছেন উদ্যোক্তারা। অহিন্দুর প্রবেশ আটকাতে প্রবেশ পথে আধার কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সব অহিন্দুর প্রবেশাধিকার আটকানোর কথা বলা হলেও উদ্যোক্তাদের কথাতেই স্পষ্ট তারা বাস্তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের আটকাতে চান। তারা বলছেন, আমরা কেনও ধর্মের বিরুদ্ধে নই। তবে লাভ জিহাদ আটকাতেই অহিন্দুর প্রবেশাধিকার আটকাতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের প্রেমের সম্পর্ককে হিন্দুত্ববাদীরা বিগত কয়েক বছর ধরে লাভ জিহাদ বলে চিহ্নিত করা শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য, প্রেমের ফাঁদও ইসলাম প্রসারের একটি চক্র। এইভাবে হিন্দু মেয়েদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। 'দ্য কেরল স্টোরি' নামে হিন্দি চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর এই অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। মধ্য প্রদেশসহ প্রায় সব বিজেপি শাসিত রাজ্যে লাভজিহাদ আটকাতে আইনও হয়েছে।

নবরাত্রি উপলক্ষে মধ্য প্রদেশের বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরের শহর উজ্জয়িনীতে গরবা নাচের আয়োজন করেছে সংকল্প সংস্কৃতি সংস্থা। হিন্দু জাতিয়তাবাদী সংস্থা আরএসএস এর ছত্রছায়ায় থাকা এই সংস্থা বিগত কয়েক বছর ধরে গুজরাতি নৃত্য গরবার আয়োজন করছে উজ্জয়িনীতে। দেশের অন্যত্রও চলছে গরবার আয়োজন। উল্লেখ্য এবার এই উৎসব নয়া মাত্রা পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা গানে। উজ্জয়িনীর পুলিশ অহিন্দুদের গরবা অনুষ্ঠানে ঢুকতে না দেওয়ার বিষয়ে বলেছে, এটি একটি অসরকারি সংস্থার উদ্যোগ। সেখানে তারা নিজেদের মতো করে নিয়ম চালু করতেই পারে।

প্রসঙ্গত, গত বছর গরবা অনুষ্ঠান ঘিরেই উত্তপ্ত হয়েছিল গুজরাত। গরবার অনুষ্ঠানে ইঁট মারার অভিযোগে গুজরাতের খেড়া জেলার পুলিশের তিন মুসলিম তরুণকে ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে মারধর করার ঘটনা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে চলতি অক্টোবর মাসের গোড়ায় গুজরাত হাইকোর্ট চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

**অধিবেশন** পুতিন বারবার রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তির কথা পশ্চিমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন

# পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বাতিলে বিল পাশ করেছে রুশ সংসদের নিম্নকক্ষ

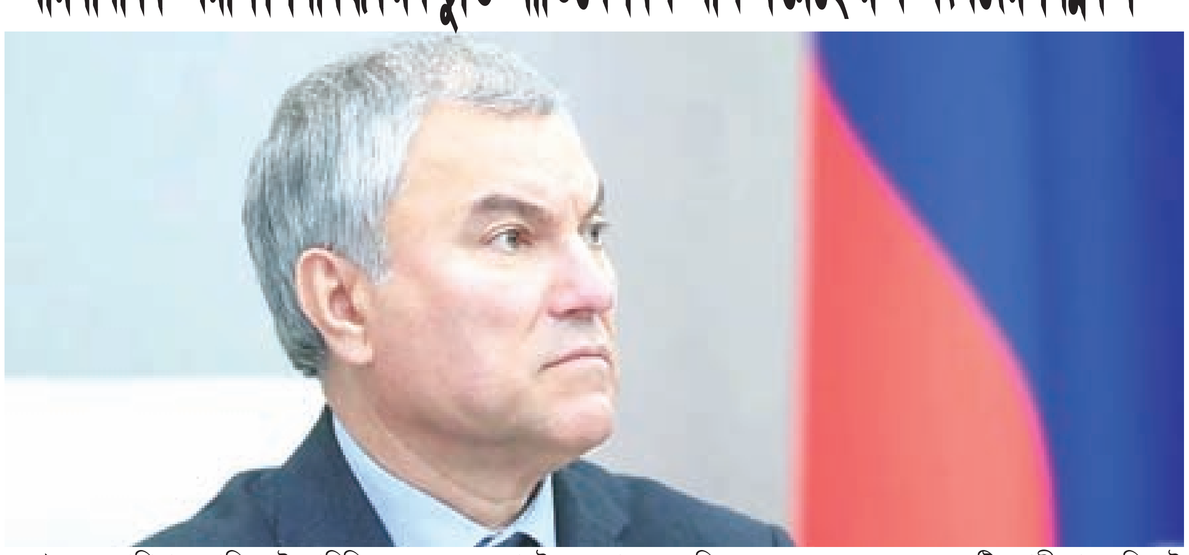

**মস্কো :** রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রুত একটি পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটির পার্লামেন্ট। পশ্চিমের সাথে তীব্র উত্তেজনাকালীন এই সময়ে পারমাণবিক পরীক্ষার ব্যাপারে মস্কোর আইনী অবস্থান পরিবর্তন করে এমন একটি বিল পাশ করেছে তারা।

বুধবার রাশিয়ার সমন্বিত পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সিটিবিটি) অনুমোদন বাতিল করে একটি বিলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনী পাশ করেছে দেশটির নিম্নকক্ষ, স্টেট ডুমা। দুটি বিলই সর্বসম্মতিক্রমে ( ৪১৫০) পাশ হয়।

পুতিন ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন না দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে 'প্রতিফলিত' করার জন্য গত ৫ অক্টোবর ডুমার প্রতি আহ্বান জানান।

পুতিন গত ৫ অক্টোবর ডুমাকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও কখনই অনুমোদন দেয়নি।

পার্লামেন্টের স্পিকার ভিয়াচেস্লাভ ভোলোদিন বলেন, বিশ্বে আজ যা ঘটছে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই একচেটিয়াভাবে দায়ী। আমরা আমাদের নাগরিকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব জানি, আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করছি।

গত বছর ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে পুতিন বারবার রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তির কথা পশ্চিমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বুধবার দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বেইজিং সফরের সময় তার সঙ্গে তথাকথিত পারমাণবিক ব্রিফকেস বহনকারী নৌকর্মকর্তাদের বিরল ফুটেজও দেখানো হয় যা পারমাণবিক হামলার নির্দেশ দেবার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।

রাশিয়া বলছে, ওয়াশিংটন না করা পর্যন্ত তারা পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করবে না। তবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে রাশিয়া এ ধরনের একটি পরীক্ষার দিকেই আগাচ্ছে, যা ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পশ্চিম রাশিয়ার পক্ষ থেকে যুদ্ধের মাত্রা বাড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নিতে পারে। তারা বলছেন, রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন উদ্যোগ চীন, ভারত ও পাকিস্তানকেও একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যা বিশ্বব্যাপী নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা করতে পারে। সকলেই বর্তমানে পরীক্ষা নিয়ে স্থগিতাদেশ পালন করছে। উত্তর কোরিয়াই কেবল এই শতাব্দীতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে।

রাশিয়া মূলত ২০০০ সালে সিটিবিটি অনুমোদন করে। যদিও তারা পদক্ষেপটি প্রত্যাহার করছে, তবে এখন পর্যন্ত বলছে যে দেশটি এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। একই সাথে বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় ডেটা সরবরাহ অব্যাহত রাখবে যা বিশ্বকে যে কোনও পারমাণবিক পরীক্ষার বিষয়ে সতর্ক করবে।

# শ্রমিক সংগঠনের উপদেষ্টার পদ থেকে বরখাস্ত হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা

## চা বাগান মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্থাগনার অভিযোগ

**শিলিগুড়ি ঃ** শ্রম সংস্থার উপদেষ্টা পদ ও সংগঠন থেকে বরখাস্ত হলেন কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী জন বার্লা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংগঠনবিরোধী ও চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে। তার ঘনিষ্ঠ আরও তিনজনকেও সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।তারা হলেন উইলিয়াম মিঞ্জ, টপেন সোরেন এবং পারশ চিক বরাইক।। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় চা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি যুগল ঝা এই অভিযোগ করেন। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সহসভাপতি পঙ্কজ তিওয়ারি ও সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু রায় উপস্থিত ছিলেন। জন বার্লার বিরুদ্ধে ভারতীয় চা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি জুগল ঝাএর ওপর মারাত্মক হামলা চালানোর অভিযোগও আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ করে চেয়ারম্যান যুগল ঝা বলেন, জন বড়লা চা বাগান মালিকদের সঙ্গে বংঃদাবস্ত করে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। জন বার্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

## শিলিগুড়িতে রুপোলী শস্যের রমরমা বাজার, সকাল থেকেই বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়িতে ইলিশ মাছের চাহিদা তুঙ্গে। বিভিন্ন বাজার গুলোতে দেখা যাচ্ছে ইলিশমাছ। রবিবার ছুটির দিনে সকাকথেকেই বাজার গুলিতে রুপোলি শস্য কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। সামনেই পুজো,উৎসব সামনে। উৎসবের প্রাক্কালে ইলিশ মাছ দিয়ে রসনা তৃপ্তির মজাই আলাদা। ভাপা ইলিশ, সরষে ইলিশ নানা রকমের পদে বাঙালির এক মহা আনন্দ। এদিন সকাল থেকেই শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে ইলিশ মাছ কিনতে দেখতে পাওয়া গেছে ক্রেতাদের। বাজারে আরো মাছ থাকলেও ইলিশ মাছের প্রতি ঝোঁক বেশি সকলের।

## বন্দুক নিয়ে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানদের ঝাড়ু দিয়ে শহর পরিষ্কার করতে দেখা গেছে

**জলপাইগুড়ি ঃ** যে হাতে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে পাহারা দিয়ে দেশবাসীকে রক্ষা করে ক্ষক্ষক্ষ জওয়ানরা, সেই হাতেই ঝাড়ু কোদাল নিয়ে জঞ্জাল আবর্জনা পরিস্কার করছে, দেশের সঙ্গে মানুষকে জীবানু থেকে রোগ ব্যাধি হাত থেকে রক্ষা করতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালাচ্ছেন তারা।

ঝাড়ু কোদাল নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশনে নামলো বিএসএফ। শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে এই কর্মসূচি দেখা যায় জলপাইগুড়ি জেলার রানীনগরে। দুপুর পর্যন্ত রানীনগর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ পাশ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিএসএফের ১৬৯ ও ৯৮ নং সহ বিভিন্ন ব্যাটেলিয়নের পুরুষ ও মহিলা বিএসএফ জওয়ানরা ঝাড়ু কোদাল হাতে নিয়ে এলাকার জঞ্জাল আবর্জনা পরিস্কার পরিছন্ন করে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের পরিবেশ নিয়েও সচেতন করছেন। বিএসএফের এক আধিকারিক জানান বাড়ির আশপাশ পরিস্কার পরিছন্ন রাখলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি কমবে। বিএসএফের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

## আলিপুরদুয়ারে NDRF-এর নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে

**আলিপুরদুয়ার ঃ**কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবেলা দলের (এনডিআরএফ) ও লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রবিবার কালচিনি হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সাফাই অভিযান চালানো হল। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে এদিনের কর্মসূচি ছিল বলে জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মৌসুমী দাসকেও ঝাড়ু হাতে এই সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছাড়াও,গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিক,সম্পদকর্মীরা এবং এনডিআরএফ এসআই অমিত কুমার সহ অন্যান্য সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে।

## ১৬ লাখ টাকার মাদকসহ ট্রাক আটক, চালক গ্রেফতার

**জলপাইগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি ক্যানেল রোডে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার করলো ক্ষক্ষক্ষ পুলিশ। জানা গেছে রবিবার দুপুরে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ক্যানেল রোডে একটি ট্রাককে আটক করে ক্ষক্ষক্ষ পুলিশ। সেই ট্রাকে প্রায় ১৬১ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করে ক্ষক্ষক্ষ পুলিশ। জানা গেছে ধৃতের নাম গোবিন্দ ঘোষ। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে কোচবিহার থেকে বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা গুলিকে।

## গাজোল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে দিল্লি চলো আন্দোলন

**মালদা ঃ** ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর দিল্লি চলো কর্মসূচির বিষয়টি নিয়ে মালদার গাজোল ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে আন্দোলন করল তৃণমূল নেতৃত্ব। মঙ্গলবার থেকে গাজোল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে দিল্লি চলো আন্দোলন করা হয়। এদিন গাজোল ব্লকের চাকনগর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে এই আন্দোলন কর্মসূচি করা হয়। সেখানে উপস্থিত তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবীতে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে আন্দোলন শুরু করেছেন । সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এদিন গাজোলের বিভিন্ন অঞ্চল গুলিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

## পুনর্ভবা নদীর জলে ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ি পরিবারের সাহায্যের হাত বারিয়ে দিলেন ব্লক প্রশাসন

**মালদা ঃ** পুনর্ভবা নদীর জলে ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ি পরিবারের সাহায্যের হাত বারিয়ে দিলেন ব্লক প্রশাসন।রবিবার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা শাসক নিতীন সিংহানিয়া।সেই পরিস্থিতি দেখে তরিঘরি মালদহের বামনগোলার বানভাসি এলাকায় খবার মেডিসিন ত্রিপল দেওয়া ব্যাবস্থা শুরু হয়।এদিন বামনগোলা ব্লকে চাঁদপুর অঞ্চলের রাঙামাটি ও সনক্ষেত গ্রামে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। এ দিনই ত্রিপল, শুকনো খাবার, পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে পুনর্ভবার জলে প্লাবিত গ্রামগুলিতে যান বামনগোলা ব্লকের আধিকারিক অরিন্দম ঘোষ, সহ পঞ্চায়েত সমিতির নারী, শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রাজিতা কিস্কু ও চাঁদপুর অঞ্চলের প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকার সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা। বামনগোলা ব্লক আধিকারিক এপিও অরিন্দম ঘোষ বলেন রাঙামাটি ও সনক্ষেত এলাকায় পরিবারকে শুকনো খাবার, পরিস্রুত পানীয় জল, ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে নিয়মিত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের কোন সমস্যা না হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরাও রয়েছেন। তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবাও দিয়েছেন।

## সংসার সামলিয়ে একা হাতে দুটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি কর বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী যমুনা সরকার

**মালদা ঃ** সংসার সামলিয়ে একা হাতে দুটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন পুরাতন মালদার মধ্যবয়স্ক গৃহবধূ যমুনা সরকার। পরিবারে রয়েছে স্বামী এবং দুই ছেলেমেয়ে। যদিও যমুনা দেবীর স্বামী অনিল সরকার পেশায় মৃৎশিল্পী। তবে শুধু দুর্গা প্রতিমাই বানানোই নয়, সারা বছর কখনো কালী মূর্তি, কখনো আবার মনসা, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন গৃহবধূ যমুনা সরকার। আর তাতেই চলে তাদের সংসার । ছেলেমেয়েকেও স্কুল কলেজে পড়াচ্ছেন তিনি । এবারে পুরাতন মালদা পুরসভার দুটি ক্লাবে যমুনাদেবীর হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা দেখা যাবে।। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পাটুলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা যমুনা সরকার। তিনি বিয়ে হয়ে এসে স্বামী অনিল সরকারের হাত ধরেই প্রতিমা গড়তে শিখেছেন। গত ২৬ বছর ধরে তিনি এই কাজে জড়িত রয়েছেন। প্রতিমা তৈরীর ক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী দুজনে মিলেই একে অপরকে এই কাজে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে যমুনা দেবী একজন প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। পুরাতন মালদার পাটুলিপাড়ায় তার একটি ছোট্ট কারখানা রয়েছে। আর এই কারখানাতেই প্রতিমা তৈরি করেন। এবারে পূজোয় দুটি দুর্গা প্রতিমার বরাত পেয়েছেন। এখন হাতে আর সময় নেই, ব্যস্ত রয়েছেন প্রতিমা গড়তে। তবে তিনি অন্য মেয়েদেরকেও এই কাজে আসতে সাহস যোগান। মৃৎশিল্পী যমুনাদেবী বলেন, মহিলা হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যদি রাজ্যে চালাতে পারেন। তাহলে মেয়েরা কেন শিল্পীকলার কাজ করতে পারবে না। মহিলা মৃৎশিল্পী যমুনা সরকার বলেন, প্রতিমা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার স্বামী প্রচন্ডভাবে তাকে সহযোগিতা করেন। এই কাজ করেই ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন। বর্তমানে প্রতিমা বানিয়ে সেইরকম আর লাভ হয় না । কারণ, মাটি থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরীর বিভিন্ন সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। অথচ ক্লাবগুলি বেশি দাম দিতে চাইছে না। তবে এই প্রতিমা তৈরীর কাজ করে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন। মৃৎশিল্পী যমুনাদেবী বলেন, আজকের দিনে এই ধরনের শিল্পকলা হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের কেউ প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায় না। তাই মৃৎশিল্পীদের বিষয় যেন ভাবনা চিন্তা করেন রাজ্য সরকার।

## সাতসকালে চা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে গন্ডার। খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় গন্ডার দেখতে

**জলপাইগুড়ি ঃ** সাতসকালে চা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে গন্ডার। খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় গন্ডার দেখতে। মঙ্গলবার সকালে মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগানে একটি গন্ডার ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পায় জনগণ। কিছুক্ষণ পর অবশ্য গণ্ডারটির চালসা চা বাগান থেকে চলে যায় সংলগ্ন ইনডং চা বাগানে। খবর পেয়ে বাগানে পৌঁছয় খুনিয়া স্কোয়াডের বন কর্মীরা। জানা যায় এদিন ওই গন্ডারটি সংলগ্ন চাপরামারি জঙ্গল থেকে বের হয়ে প্রথমে যায় মেটেলি চা বাগানে। সেখান থেকে গন্ডারটি চলে আসে চালসা চা বাগানের ২৬ ও ২৭ নম্বর সেকশনে। চালসা চা বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার দীপেন্দ্র শ্রেষ্ঠা বলেন, এদিন ওই গন্ডারটি মেটেলি বাগান থেকে চলে আসে চালসা চা বাগানের ২৬ ও ২৭ নম্বর সেকশনে।

# ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের একপাশে মাটি সরে বড় ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, দুর্ঘটনার আশঙ্কাতে স্থানীয় বাসিন্দা

**মালদা।** জাতীয় সড়কে ধস নামে বিপজ্জনক অবস্থায় রাস্তা। যেকোনো সময় হতে পারে দুর্ঘটনা এই আশঙ্কাতেই স্থানীয় বাসিন্দারা। বড় ধরনের যানবাহন এ রাস্তার উপর দিয়ে গেলেই দুর্ঘটনা কবলে পড়বে। মালদার পুকুরিয়া থানার একবর্ণা এলাকায় ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের এমন অবস্থায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। বারংবার প্রশাসনিক কর্তাদের জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের একবর্ণা এলাকায় প্রায় ২০ থেকে ২৫ দিন আগে রাস্তার নিচ থেকে মাটি সরে যায়। বৃষ্টিপাতের জোরে এমন ক্ষতি বলে জানা যাচ্ছে এই স্থানীয় সূত্রে। রাস্তার একপাশে মাটি সরে বড় ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।আর এতেই বিপদজনক অবস্থা হয়ে রয়েছে জাতীয় সড়কের। যেকোনো সময় রাস্তা বসে যেতে পারে এমনই আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর তখনই বড় ধরনের দুর্ঘটনা হবে বলে অনুমান এলাকাবাসীর। গোটা বিষয়ে ব্লক পুলিশ প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে এলাকাবাসী। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা আন্দোলনের জন্য জড়ো হলেও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

আরাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের প্রতিনিধি হৃদয় মিশ্র জানান, দ্রুত কোন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। যে করে হোক এই বিপদজনক পরিস্থিতি যাতে দূর করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি

## কালিয়াচক চৌরঙ্গী মোড় সংলগ্ন এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃত্যু দেহ উদ্ধার

**মালদহ** ঃকালিয়াচক চৌরঙ্গী মোড় সংলগ্ন এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃত্যু দেহ উদ্ধার। কালিয়াচক চৌরঙ্গীর পাশে ঠুঠিয়া ব্রিজের নিকট দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কালিয়াচক থানা পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবারের দিন কিছু লোক একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় ঠুঠিয়া ব্রিজে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কালিয়াচক থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় কালিয়াচকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

## চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ির দাগাপুরে বিজেপির তরফে চা শ্রমিক সমাবেশ আয়োজিত হল

**শিলিগুড়ি ঃ** সমাবেশে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্বরা।চা শ্রমিক সমাবেশে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সমাবেশে চা শ্রমিকদের কর্মযোগী বলে সম্বোধন করেন তিনি।এদিন স্মৃতি ইরানি বলেন, বাংলার সরকার উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।নির্বাচনের সময় চা বাগানের শ্রমিকদের অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।নির্বাচন শেষ হতেই সব ভুলে গিয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কর্মযোগীদের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে বিল্ডিং এবং হোটেল করেছে। এদিন সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথা কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে সেইসব কাজের বিষয়ে শ্রমিকদের জানান। অন্যদিকে দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না কর্মসূচি নিয়ে স্মৃতি ইরানি বলেন, যখন বাংলায় চা শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার, মহিলাদের ওপর ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছিল সেইসময় দিল্লিতে ধর্না বিক্ষোভ করেননি কেন তারা।এই বিক্ষোভ ১০০ দিনের কাজের জন্য নয়, তৃণমূলের নেতাদের ফান্ডের জন্য করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

## চেঙ্গা নদীতে যুবকের বিকৃত লাশ উদ্ধার, খুনের সন্দেহ পরিবারের সদস্যদের

**শিলিগুড়ি** ঃ নকশালবাড়ি বেলগাছি চা বাগান সংলগ্ন কদমা এলাকায় চেঙ্গা নদীতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। এদিন নদীতে যুবকের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিবারের অভিযোগ, সাগর নাগেশিয়াকে খুন করা হয়েছে। যুবকের চোখ ও মুখে আঘাত এবং শরীরে পোশাক ছিল না। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। গোটা ঘটনায় নকশালবাড়ি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।

## একাধিক দাবিতে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন

**শিলিগুড়ি** ঃএকাধিক দাবিতে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধী মোড় সংলগ্ন মহানন্দা নদীর কাছ থেকে মিছিল শুরু করে ইউনিয়নের কর্মীরা। সেই মিছিল উত্তরকন্যার কাছে পৌঁছতেই তিনবাত্তি মোড়ে মিছিলটি আটকে দেয় পুলিশ। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় মিছিলের পথ। পরবর্তীতে তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন মাঠে একটি জনসভা করে তারা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে মূলত আছে সামাজিক সুরক্ষা সহ মাসিক ৬০০০ টাকা, ২৫ জন পড়ুয়া পিছু ২ জন রন্ধন কর্মী নিয়োগ করা, নিযুক্ত কর্মীদের কোনোভাবেই বরখাস্ত করা যাবে না ইত্যাদি। জানা যায় তাদের এই দাবি দীর্ঘদিনের। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে মিড ডে মিল কর্মীরা।

## কালচিনি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হলো

**আলিপুরদুয়ারঃ** একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা পাওয়ার দাবিতে দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা চলছে। এবং কালচিনি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধর্ণা শুরু হলো।এদিন কালচিনি ব্লকের এগারোটা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং প্রতিটি এলাকায় প্রোজেক্টর এর মাধ্যমে দিল্লির ধর্ণা কর্মসূচি দেখানো হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাঁতালি অঞ্চল সভাপতি কৈলাস বিশ্বকর্মা জানান,দিল্লিতে যেমন ধর্ণা চলছে তেমন প্রতিটি অঞ্চলে চলছে ধর্ণা। এবং এই ধর্ণায় এলাকার যারা একশো দিনের কাজ করে পারিশ্রমিক পায়নি তারা সামিল হয়েছে।

## বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল মাথাভাঙ্গার একটি শপিং মল

**কোচবিহার** ঃ বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল মাথাভাঙ্গার একটি শপিং মল। মাথাভাঙ্গা শহরের একটি মলে সাতসকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে সকাল সকাল মলেরই দুজন কর্মী তাদের মধ্যে একজন ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান মলের ভেতরে ইলেকট্রিকের কাজই করছিল আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজ করতে করতে হঠাৎ শট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর ফলে দুজন কর্মী গুরুতর আহত হয়,তারা দুজনেই মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হলে তারা এসে দেখে মলের ভেতর ধোয়ায় ভরে গেছে এবং চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পরবর্তীতে দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচে শপিং মলটি।

## শিলিগুড়িতে গাড়ি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার আমির খান

**শিলিগুড়ি** ঃগাড়ি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হল আমির খান। গোয়াহাটি থেকে পিকআপ ভ্যান চুরি করে বিহারে পাচারের ছক ছিল। তার আগে শিলিগুড়িতে পুলিশ গ্রেফতার করলো আমিরকে। আমির খান পেশায় গাড়ি চালক। সে গাড়িটি নিয়ে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। সোমবার রাতে এনজেপি থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির টোল গেট এলাকায় গাড়িটিকে আটক করে। সে সময় গাড়ির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি গাড়ির চালক।এরপরেই গাড়িটিকে নিজেদের হেফাজতে নেয় এনজেপি থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালক আমির খানকে। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

## ডেঙ্গি সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মালদায়, ব্লকের স্বাস্থ্য কর্তাদের আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

**মালদহ** ঃ ডেঙ্গি সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মালদায়। মঙ্গলবার দুপুরে ডেঙ্গি রোধে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি। ডেঙ্গি নিয়ে ব্লকের স্বাস্থ্য কর্তাদের আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্বাস্থ্য দফতরের দাবি,জেলাতে প্রায় ১৩০০রোগী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত রয়েছেন। গত,তিন সপ্তাহে সব চেয়ে বেশি রোগী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই রক্ত পরীক্ষায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক কর্মী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন ডেঙ্গি নিয়ে মালদা মেডিক্যাল ও ব্লকের স্বাস্থ্য কর্তাদের আরও বেশি তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা।

## ভারতে কদর কমলেও জলপাইগুড়ির বেতের আসবাবপত্রের চাহিদা তুঙ্গে বিদেশে

**জলপাইগুড়ি** ঃভারতে কদর কমলেও জলপাইগুড়ির বেতের আসবাবপত্রের চাহিদা তুঙ্গে বিদেশে। আমেরিকা, কানাডা সহ ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছে বেতের তৈরি চেয়ার, টেবিল, মোড়া, লাইট স্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র। লক ডাউনে কাজ হারানো বেত শিল্পীরাও এতে আয়ের মুখ দেখছে। ফলে পূজার মুখে জলপাইগুড়িতে বেতের কারিগরদের তৎপরতা তুঙ্গে।জলপাইগুড়ি বরাবরই বেতের আসবাবপত্রের জন্য সুনাম রয়েছে। বেশ কিছু দোকানদার আসবাবপত্র স্থানীয় এলাকা সহ ভারতে বিক্রি করছে। আবার কেউ কেউ বিদেশেও রপ্তানি শুরু করেছে বেতের তৈরি আসবাবপত্র। এতেই ব্যাপক সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে।বর্তমানে জলপাইগুড়ি থেকে কলকতা হয়ে আমেরিকা, কানাডা সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে বেতের তৈরি আসবাবপত্র। এতে যেমন ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে। তেমনি বেতের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরাও কাজ ফিরে পাচ্ছেন। করোনা পরিস্থিতিতে লক ডাউনের সময় অনেক বেত শিল্পী কাজ হারিয়ে ভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছে। কেউ টোটো চালিয়েছে। ২০২১ সালে প্রথম বিদেশে রপ্তানি হয় জলপাইগুড়ির বেতের আসবাবপত্র। তারপর আর ফিরে দেখতে হয়নি বেত শিল্পীদের। ধীরে ধীরে তারা কাজে ফিরেছেন।জলপাইগুড়ির প্রসেনজিৎ কর্মকার নামে এক রপ্তানিকারক জানান, ভারতে বেতের তৈরি আসবাবপত্রের দাম তেমন পাওয়া যায় না। বিদেশে চাহিদা থাকায় দাম বেশী পাওয়া যায় এতে শিল্পীদের বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অধ্যাসিত দেশ গুলিতে ডিসেম্বরে এই বেতের আসবাবপত্রের চাহিদা বেশী থাকে। সেই মত এখন থেকেই বেশী করে আসবাবপত্র তৈরি করে পাঠানো হচ্ছে। পূজার মুখে বেতের শিল্পীরা বেশী কাজ করে বেশী পারিশ্রমিক পাচ্ছে এতে পূজার মুখে খুশি বিশ্বজিৎ দাস, প্রশান্ত দাসের মত বেত শিল্পীরা। বিশ্বজিৎ দাস বলেন,'একটা সময় কাজ ছিল না। খুবই কষ্ঠ করে জীবন কাটাতে হয়েছে। আমাদের তৈরি বেতের আসবাবপত্র বিদেশে রপ্তানি হতেই আমাদের সুদিন ফিরে আসে।'

## আজকের দিনটি

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

ASIA HOCKEY
HOCKEY INDIA
JHARKHAND WOMEN'S ASIAN CHAMPIONS TROPHY
प्रवेश नि:शुल्क
झारखण्ड
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023
मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, रांची
भारत
चीन
जापान
कोरिया
मलेशिया
थाईलैंड
JUHI
ड्रैग फ्लिक स्कोर
27 अक्टूबर - 05 नवम्बर 2023
हॉकी के महासंग्राम का बनें गवाह
WATCH LIVE ON
SONY SPORTS NETWORK
SONY liv
Title Sponsor
Host Partner
AHF Partners
Hero
polytan
OUKEN
Official Partner
ODISHA
Official Suppliers
SHALBY
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

## সম্পাদকীয়

# মৃত্যুকূপ ফিলিস্তিনি হাসপাতাল ও তথ্যযুদ্ধ

অবরুদ্ধ গাজায় আল আহলি আরব হাসপাতালে অবিশ্বাস্য নৃশংস হামলায় প্রায় পাঁচ শ ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার ঘটনায় বিশ্ববাসী যখন হতবাক ও ক্ষুব্ধ, তখন ওই হামলার দায় নিয়ে শুরু হওয়া নতুন বিতর্ক তথ্যযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। হাসপাতালে হামলার পর চলমান ফিলিস্তিন সংঘাতে নিহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে এবং এর এক তৃতীয়াংশই শিশু। ফিলিস্তিনিদের জীবন বাঁচানোর শেষ আশ্রয়কে মৃত্যুকূপে রূপান্তরের জন্য ইসরায়েলের বোমাবর্ষণকে ফিলিস্তিনিরা দায়ী করলেও সেই ভাষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল। উল্টো তারা এ হামলার দায় চাপিয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের ওপর। ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা হামলার নিন্দা ও হতাহতদের জন্য শোক জানালেও তার জন্য কাউকে সরাসরি দায়ী না করে তদন্তের কথা বলেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাসপাতালে হামলার মতো বর্বরতাও পাল্টাপাল্টি তথ্যযুদ্ধের বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং তাতে মানবিক সংকট সমাধানের চেষ্টা ও আলোচনা অনেকটাই আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আল আহলি হাসপাতাল হচ্ছে গাজায় খ্রিষ্টান গির্জা পরিচালিত একমাত্র হাসপাতাল। হাসপাতালটি যে শুধু রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিল তা নয় একই সঙ্গে তা অনেক ফিলিস্তিনি নারীশিশুর অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছিল। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর মুখপাত্র দাবি করেছেন যে ইসলামিক জিহাদের পক্ষ থেকে ছোড়া রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়ে হাসপাতালটিতে বিস্ফোরিত হয়েছে। ইসরায়েল আরও দাবি করেছে, তারা ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের মধ্যে টেলিফোন আলাপের রেকর্ড পেয়েছে, যাতে এ হামলার দায় ইসরায়েলের ওপর চাপানোর স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। বিপরীতে ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা বারগুটি বিবিসিকে বলেছেন, বিস্ফোরণের আকার যতটা বড় ছিল, ততটা ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো রকেট ফিলিস্তিনি কোনো সশস্ত্র দলের কাছে নেই। তিনি বলেন, বোমাবর্ষণের কথা প্রথম জানিয়েছেন হাসপাতালের কর্মীরা, হামাস নয়। ইসরায়েল গাজার উত্তরাংশের ২২টি হাসপাতাল খালি করে দেওয়ার জন্য এর আগে একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণে ইতিমধ্যে অন্য ৫৭টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৩টি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২০ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন। আল আহলি হাসপাতাল মাত্র দুদিন আগেও গত শনিবার একবার হামলার শিকার হয়, যাতে চারজন স্বাস্থ্যকর্মী আহত হয়েছিলেন। বারগুটি বলেন, যে হাসপাতালে বোমাবর্ষণের পর প্রথমে ইসরায়েল বলেছে যে হাসপাতালে হামাসের যোদ্ধারা অবস্থান করছিলেন বলেই সেখানে হামলা করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক কোনো সংবাদমাধ্যম প্রচার করেনি। ইসরায়েল পরে তার ভাষ্য পরিবর্তন করে ইসলামি জিহাদের রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা বলছে। বিশ্লেষকদের অনেকে অতীতের বিভিন্ন ঘটনার নজির উল্লেখ করে বলেছেন যে ইসরায়েল অতীতেও বিভিন্ন হামলার পর বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রাথমিকভাবে নিজেদের দায় অস্বীকার করে তা ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপিয়েছে। এর আগে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের সময় সেখানে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর মুখপাত্র ছিলেন ক্রিস গানেস। তিনি আলজাজিরা টিভিকে বলেন যে, সে সময় গাজায় ইসরায়েল জাতিসংঘের বেশ কিছু স্কুল ভবন ও আশ্রয়কেন্দ্রে হামলা চালানোর পর প্রাথমিকভাবে সেগুলোর জন্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা বলে। কিন্তু পরে জাতিসংঘের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব হামলা ছিল ইসরায়েলি বাহিনীর। আলজাজিরার সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শিরিন আবু আকলেহের হত্যার পর ইসরায়েল প্রাথমিকভাবে তা অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে যে এমনটি ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে। ভুল তথ্য বা মিথ্যা ছড়ানো ও অপপ্রচার কখনো উদ্দেশ্যহীন হয় না। এগুলো হয় প্রধানত মানুষের আবেগঅনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জনসম্মতি আদায় ও প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে। চলমান সংকটেও যে সে রকমটি ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের কাবুৎজ, সেডরটসসহ কয়েকটি এলাকায় হামাস যে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে, তার দুদিন পর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফের একজন কর্মকর্তা হামলার নৃশংসতার বিবরণ দিতে গিয়ে নারীশিশুর শিরশ্ছেদ করে তাদের পুড়িয়ে ফেলার কথা বলেন। শিশুর শিরশ্ছেদের অভিযোগ এরপর দুদিন ধরে বৈশ্বিক গণমাধ্যমে বারবার উচ্চারিত হতে থাকে। প্রেসিডেঃট বাইডেনও শিশুর শিরশ্ছেদের বর্বরতার কথা বলেন। কিন্তু দুদিন পর সিএনএন স্বীকার করে যে শিশুর শিরশ্ছেদের দাবির সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। একই দিনে হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্রও প্রেসিডেঃট বাইডেন শিশুর শিরশ্ছেদের কোনো ছবি দেখেননি বলে ব্যাখ্যা দেন। চলমান সংঘাতের সময়ে যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ ও বিরোধী দল লেবার পার্টির পক্ষ থেকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত হামাসকে সন্ত্রাসী বলার জন্য প্রকাশ্যেই চাপ প্রয়োগ করা হয়। তবে বিবিসি নিজে থেকে ওই বিশেষণ এখনো ব্যবহার করছে না বরং তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সংগঠনটি যুক্তরাজ্য ও অন্য অনেক দেশ কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ।

## জানা অজানা

### ইউরোপে 'ইসলামপন্থি সন্ত্রাস' বাড়ছে ঃ মাক্রোঁ

ইউরোপে ইসলামপন্থি সন্ত্রাসের ঝুঁকি বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ।

মঙ্গলবার আলবেনিয়া সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী এডি রামার সঙ্গে বৈঠক করেন মাক্রোঁ। রাজধানী তিরানায় এ বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। তখন এক পর্যায়ে মাক্রোঁ এই প্রসঙ্গে কথা বলেন। একদিন আগে ব্রাসেলসে দুই ফুটবল সমর্থককে হত্যার ঘটনাটি ঘটে। ''আমরা ব্রাসেলসে কাল আবার দেখলাম। ইউরোপীয় দেশগুলো ঝুঁকিতে আছে, আর বোঝাই যাচ্ছে ইসলামপন্থি সন্ত্রাস আবারো বেড়েছে,'' বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট।

''এখানে আমি আমাদের বেলজিয়ান বন্ধুদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি,'' যোগ করেন মাক্রোঁ।

অনলাইনে নিজেকে ইসলামিক স্টেটের সদস্য দাবি করা ৪৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তি সোমবার দুই সুইডিশ ফুটবল সমর্থককে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে হত্যা করেন।

আগের সপ্তাহে প্যারিসের উত্তরাঞ্চলের আরাস এলাকায় ২০ বছর বয়সি এক তরুণ একজন স্কুল শিক্ষকসহ চারজনকে ছুরিকাঘাত করে। ঐ শিক্ষক মারা যান। ঐ তরুণও নিজেকে ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দাবি করে।

সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েল গাজা পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন মাক্রোঁ। শিগগিরই ইসরায়েল সফরে যাবেন বলে জানান।

''যখন সেখানে যুদ্ধ বন্ধ বা মানবিক ইস্যু, অর্থাৎ, পুরো বিষয়টি নিয়ে একটা পরিষ্কার সমঝোতার পরিস্থিতি তৈরি হবে, তখন সেখানে যাবার ইচ্ছে আছে আমার,'' বলেন মাক্রোঁ।

ইসরায়েলের নিরাপত্তা, সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং শান্তি প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক সমাধান সবকিছুই একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

# ওএমআর শিট রহস্য ঃ পর্ষদ সভাপতি কোর্টের নজরে

আদালতের নির্দেশে তড়িঘড়ি সিবিআই প্রশ্নের মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। ওএমআর শিটরহস্য কি দ্রুত ভেদ হতে চলেছে?

যোগ্য প্রার্থীদের সরিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের জায়গা করে দেয়াই ছিল লক্ষ্য। সে কারণেই প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট বদলে দেয়া হয়েছে। এমনই অভিযোগে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

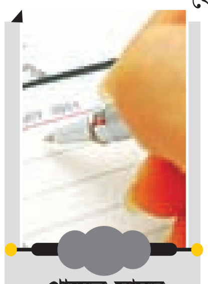

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

**দ্রুত হাজিরার নির্দেশ**

ওএমআর শিট নষ্টের মামলায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করে সিবিআই। রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, অদলবদল করা যায় এমন কপিকে কেন ডিজিটাল কপি বলে দাবি করছিল পর্ষদ? এই বিষয়ে প্রাথমিক পর্ষদের সভাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি।

বুধবারই সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সভাপতি গৌতম পালকে সিবিআইয়ের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। পর্ষদের উপসচিব পার্থ কর্মকারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আদালত এমনটাও বলে, তদন্তে অসহযোগিতা করলে পর্ষদ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা যাবে।

এই নির্দেশে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই সিবিআই দপ্তর নিজাম প্যালেসে হাজির হন গৌতম ও পার্থ। এই দপ্তরে প্রবেশের সময় মুখ খোলেননি পর্ষদ সভাপতি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ১১টার কিছু আগে নিজাম প্যালেস থেকে বেরোন গৌতম। বলেন, মহামান্য কলতাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আমি হাজিরা দিয়েছি। তদন্তকারীরা যে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দিয়েছি।

**ওএমআর রহস্যে গ্রেপ্তারি**

ওএমআর শিট জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সম্প্রতি দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআই সূত্রে খবর, এসএন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নিয়োগ প্রক্রিয়ার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ওএমআর শিট প্রস্তুত করার দায়িত্বে ছিল। কৌশিক মাজি নামে এই সংস্থার এক কর্তা ও অন্যতম অংশীদার গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গত সোমবার এই সংস্থারই কর্মী পার্থ সেনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সূত্রের খবর, ষাটোর্ধ্ব পার্থই দুর্নীতির 'মূল চাবিকাঠি'। ২০১৭ সালে ৭৫২ জন অযোগ্য প্রার্থীর একটি তালিকা তৈরি হয়েছিল ওএমআর প্রস্তুতকারক সংস্থার অফিসে। পার্থই নাকি সেই তালিকা তৈরি করেছিলেন। সিবিআইয়ের দাবি, সেই ৭৫২ জনের ৩০০ জনের বেশি প্রার্থী পরে চাকরিও পেয়েছিলেন।

গৌতম পালের দায়িত্ব শুধু ওএমআর শিটে সীমাবদ্ধ নয় বলে মনে করেন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা। তার বক্তব্য, এই সভাপতির অধীনে যে টেট হয়, তাতে প্রশ্নে ভুল ছিল। এরপর সংশোধিত তালিকা এখনো প্রকাশিত হয়নি। আদালত যে তথ্য পর্ষদের কাছে চেয়েছে, সেসব তারা এখনো দেয়নি। যে নিয়োগ নিয়ে বিরোধবিতর্ক নেই, সেই পদ কেন এখনো শূন্য, এ সব প্রশ্নের জবাব সভাপতিকে দিতে হবে।

**তদন্ত ঘিরেও প্রশ্ন**

এই মামলার তদন্তে সিবিআইয়ের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মামলাকারীর দাবি, ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইজড় ডেটা'য় অনেক ভুল রয়েছে। আদালতে ওএমআর শিটের তথ্য হিসেব যে নথি পেশ করা হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তদন্ত ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে। আদালতের বুধবারের নির্দেশের পর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, বাংলার মানুষ চায় দ্রুততার সঙ্গে দুর্নীতির তদন্তের নিষ্পত্তি হোক। আদালতের তৎপরতা আমাদের কাছে অত্যন্ত খুশির। সঠিক বিচার হোক। মেধাসম্পন্নরা চাকরি পাক।

বাম ও কংগ্রেস বারবার তদন্ত নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তোলে প্রতি পদে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, তদন্ত হোক, কিন্তু তার বিচার তো হতে হবে। যাদের চাকরি বিক্রি হল, তাদের চাকরি দিতে হবে। তারা কতদিন রাস্তায় থাকবেন।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, যে দোষী, সে সাজা পাবে। এর সঙ্গে তৃণমূলের যোগ নেই। আগের সভাপতির আমলে যে অনিয়ম হয়েছে, সে জন্য তার উত্তরসূরিকে জিজ্ঞাসাবাদ কতটা ঠিক হচ্ছে, তা তদন্তে বোঝা যাবে।

আনন্দ হান্ডার মতে, ব্যক্তি গৌতম পালকে কেউ প্রশ্ন করছে না, পর্ষদ সভাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উনি দায়িত্ব নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন করছেন কি? না করলে প্রশ্নের মুখে পড়তেই হবে।

# নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

### ২১ শে অক্টোবর আই, এন,এ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ

**সুনীল কুমার দে**

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কে আমরা ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৫ আগস্ট ভারতের অধিকার স্থানান্তরনের দিন।ব্রিটিশ সরকার তথাকালীন ভারতীয় কংগ্রেস কে পাওয়ার হস্তান্তরন করেছিলেন।নিজেদের পতাকার পরিবর্তে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ানোর অধিকার দিয়েছিলেন।তথা কথিত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে ছিলেন।সেইদিন রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজ কে তুলে দিয়ে তাঁকে সর্বাধিনায়ক রূপে ঘোষণা করেছিলেন।আজাদ হিন্দ সরকারে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন রাষ্ট্রপতি,প্রধান মন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী ও রক্ষা মন্ত্রী।জাপানে অবস্থিত রাসবিহারী বসু এই কাজটি করেছিলেন।১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সুভাষ চন্দ্র বসু জার্মানি থেকে জাপানের অধীনস্থ সিঙ্গাপুরে পৌঁছান।সেখান থেকেই তিনি দিল্লী চলো আওয়াজ দিয়েছিলেন।জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটি কে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন।সুভাষ চন্দ্র বসু আন্দামানের নাম পরিবর্তন করে শহীদ দ্বীপ ও নিকোবরের নাম পরিবর্তন করে স্বরাজ দ্বীপ রেখে প্রথম

ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন।আসামের ইম্ফল ও কোহিমা তে আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করে বহুবার ইংরেজ কে হারিয়েছিলেন।আজাদ হিন্দ সরকার কে জাপান,জার্মান,ফিলিপিন্স সমেত নয় টি দেশ মান্যতা দিয়েছিলেন।আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব মুদ্রা,ব্যাংক,ডাক টিকিট,গুপ্তচর বিভাগ বিভিন্ন দেশে দুতাবাস ও ছিলো।নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ এ ৮০০০০ সৈনিক ছিলেন তার মধ্যে স্বাধীনতার লড়াই এ ২৬০০০ সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন।চোরখা কেটে ও অহিংসা আঃেদালন করে ভারতের স্বাধীনতা আসে নি।কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় নি ও ভারতবাসী কে তা জানতে দেওয়া হয়নি।তাই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কিন্তু জহর লাল নেহরু নয় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের স্বাধীনতার প্রধান নায়ক হলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু।

আজ আই, এন,এ দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম সাথে সাথে আজাদ হিন্দ সরকারের সকল সৈনিকদের জানাই লাল সেলাম।জয় হিন্দ।

# নাগের দেবী মা মনসা

**সুনীল কুমার দে**

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি যাকে ডাক সংক্রান্তি ও বলা হয়।আজ দেবী মনসার পূজা করা হয়।এখন দেবী পক্ষ চলছে।মা এক রূপ অনেক।মা আদ্যাশক্তি মহামায়া বিভিন্ন কারনে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন,সৃষ্টি কে রক্ষা করেছেন,দুষ্টদের দলন করেছেন,ভক্তদের ত্রাণ করেছেন ও পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করেছেন।দুর্গা,লক্ষী, মনসা,কালী,জগদ্ধাত্রী,সরস্বতী সবই মায়ের রূপ।

মা মনসা কে নাগ দেবী বলা হয়।শাস্ত্রে নাগ লোকের কথা ও উল্লেখ আছে। মা মনসার সাথে বেহুলা, লক্ষিন্দর ও চাঁদ সদাগরের কথা জড়িয়ে আছে।মা তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন।বিহার,ঝাড়খন্ড,উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাঙলায় মা মনসার পূজার প্রচলন অনেক বেশি।বিষাক্ত সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভক্তেরা নাগ দেবী মা মনসার পুজো করে থাকেন।মা মনসার পুজো জেষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় ও আশ্বিন সংক্রান্তি তে শেষ হয়।মনসা পূজার বিশেষ আকর্ষণ হলো বারি বা ঘট আনা,ঝাঁপান ও মনসা জাত।মা মনসা ভারতবর্ষের একটা বিশাল জন গোষ্ঠীর হৃদয়ে জায়গা করে বসে আছে। মা মনসার পূজা উপলক্ষে সকল ভক্তদের ও ভাই বোনদের জানাই প্রীতি,শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।মা মনসার কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি। জয় মা মনসা।

## সাময়িকী

# মধ্যপ্রাচ্যে 'পুলিশ' হয়ে ফিরল যুক্তরাষ্ট্র

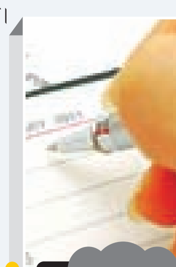

মারওয়ান বিশারা
কলামিস্ট

যুক্তরাষ্ট্র আবার মধ্যপ্রাচ্যে ফিরেছে। এবারকার প্রেক্ষাপট গাজায় গণহত্যা। ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এখন পুলিশের ভূমিকায়। বাইডেন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশকে সতর্ক করেছে যেন তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্রকে কেউ আঘাত করতে না পারে। ইসরায়েলকে রক্ষায় দুটি রণতরিও মোতায়েন করেছেন বাইডেন। এটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি বাইডেন প্রশাসন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এই বার্তা মধ্যপ্রাচ্যের সব অংশীজনকে জানিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতেরা ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলাকে আইএসএলের বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁরা বলেন, এই হামলার কোনো কূটনৈতিক সমাধান নেই, একমাত্র বিকল্প সামরিক অভিযান। আইএসএলের প্রসঙ্গ তুলে তাঁরা আসলে ইসরায়েলকে একটা দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছেন। বাইডেন প্রশাসন আরব দেশগুলোর পক্ষ থেকে যুদ্ধের তীব্রতা কমিয়ে আনা বা যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব, তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের এই কুকর্মের সহযোগী। অবশ্য মার্কিনদের চাপে আরব লিগের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কায়রোতে একটি জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে মৃদু ভাষায় দুই পক্ষের বেসামরিক জনগণকে নিশানা করে হামলার নিন্দা জানিয়ে তাঁরা একটি বিবৃতিও দেন। কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক আছে, এমন আরব দেশগুলোর একটিও ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করা বা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ প্রক্রিয়া বাতিল করা বা দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়নি। যদিও ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরবের মানুষের অবস্থান একেবারে তাঁদের সরকারগুলোর বিপরীতে। যেখানেই সমাবেশের অনুমতি পাচ্ছেন মানুষ, সেখানেই ফিলিস্তিনের পক্ষে জমায়েত করছেন তাঁরা। ইসরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনকে সমর্থন আরবের মানুষের কাছে সামগ্রিকভাবে অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন এ বাস্তবতা বুঝতে পারছে না। ব্লিঙ্কেন আরবে তাঁর অংশীদারদের মধ্যে যাঁর যাঁর সঙ্গে হামাসের যোগাযোগ আছে, তাঁদের কাজে লাগিয়ে জিম্মি মুক্তির চেষ্টা করেছেন বারবার। আরও অযৌক্তিক বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গাজার বেসামরিক জনগণের কথা এতটুকুও না ভেবে চিরদিনের জন্য হামাসকে ধ্বংসের অঙ্গীকার করে বসে আছে।

গাজায় বোমা হামলার সাত দিন পরও যুক্তরাষ্ট্র একবারও সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট নিয়ে টুঁ শব্দও করেনি। একবার শুধু বলেছে, হামাস বেসামরিক জনগণকে নিজেদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আরব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর মাত্র একবার ব্লিঙ্কেন অস্পষ্টভাবে মানবিক সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরুর আগে ১০ লাখের ওপর গাজাবাসীকে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। বাইডেন প্রশাসনও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিসরের সিনাই উপত্যকায় মানবিক সাহায্যের জন্য একটি গলিপথ বের করে দেওয়ার কথা তোলে। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা, যাঁরা স্থানান্তরের যন্ত্রণায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম জ্বলছেন, তাঁদের জন্য এই গলিপথ একটি ভীতিকর শব্দ। এর অর্থ আবারও জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে মিসরের সিনাইতে গিয়ে শরণার্থীজীবন বেছে নেওয়া। আবারও তাঁবুতে বসবাস করা। আরব দেশগুলো এ প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় ব্লিঙ্কেন এবার ঘুরপথ ধরেন। তিনি গাজার ভেতরই নিরাপদ কোনো জায়গায় বাস্তুচ্যুত মানুষকে 'নিরাপত্তা'র অজুহাতে সরে যেতে বলেন। এতে গাজার বাসিন্দারা আবারও তাঁদের বাসস্থান হারানোর শঙ্কায় পড়েন। দ্রুতই অবশ্য গাজার লোকজন পরে সীমান্তের দিকে ছোটেন। ইসরায়েলের সামগ্রিক অবরোধের মুখে খাবার আর আশ্রয়ের খোঁজে এসব মানুষকে বাড়ি ছাড়তে হয়। মিসরের হাতেও বাস্তুচ্যুত গাজাবাসীকে প্রবেশ করতে দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। অদ্ভুত ঘটনা হলো, যুক্তরাষ্ট্র যদিও ইসরায়েলকে শর্তহীন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের সমর পরিকল্পনা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র জানে না। সে কারণেই আমরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে রোববার বলতে শুনলাম, ইসরায়েল যদি গাজা দখল করে, তা হবে বিরাট ভুল। কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা কমানো বা যুদ্ধবিরতির বদলে যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো হামাসকে নির্মূলের নামে দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি নাকবা বা বিপর্যয়ের আয়োজনে উসকানি দিয়েছে। এই সবকিছুই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় সহিংসতা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শত্রু মনোভাব আরও জোরালো হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে যদি আঞ্চলিক বিষয়ে কথা বলতেই হয়, তাহলে তারা শান্তি ও ন্যায্যতার পক্ষে দাঁড়াক, ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ বা গণহত্যার পক্ষে নয়।

## পাঠকের চিঠি

### ভুল ধরাই কিছু লোকের কাজ,ওতেই ওদের আনন্দ

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যাদের কাজ ই হলো অপরের ভুল ধরা,নিন্দা করা,সমালোচনা করা ও বদনাম করা,ওতেই তাদের আনন্দ।আমি নিজের ছাড়া সমাজের জন্য ও মানুষের জন্য কিছু করবো না কিন্তু তুমি করলে তোমার পিছনে লাগবো,তোমার ভুল ধরবো,তোমার নিন্দা ও বদনাম করবো,সমালোচনা করবো যাতে তুমি ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাও,বিরক্ত হয়ে বসে যাও, ভালো কাজ করার আর সাহস না পাও।ওদের ওতেই আনন্দ।গোবর পোকা যেমন গোবরে থাকতেই আনন্দ পায়,ফুল বাগানে রেখে দিলে মারা যায় তেমনি নিন্দুকে লোক ভালো কাজে থাকে না ও ভালো লোকের সাথে মেলামেশা করে না।ভালো জায়গায় তারা যায় না গেলেও বেশিক্ষন থাকতে পারে না।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তাই বলতেন,,জটিলা কুটিলা না থাকলে লীলা পোস্টাই হয় না।তাই সমাজে নিন্দা করার ও ভুল দেখার কিছু লোক থাকবেই।থাকার ও প্রয়োজন আছে।তাই সমাজে ভালো কাজ করতে গেলে নিন্দা,অ পযশ,বদনাম নেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে মানসিক ভাবে।ভেঙে পড়লে চলবে না।আপনার ভালো কাজের প্রশাংসা সবাই কোনোদিন করবে না।আপনি কোনোদিন সবার প্রিয় হতে পারবেন না,সবাই কে খুশি করতে পারবেন না,ভগবান ও পারেন নি।কিছু লোক আপনার পিছনে লাগবেই,আপনার বদনাম করবেই,আপনার দোষ দেখবেই কারন ওতেই ওদের আনন্দ।

**সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় বাঘমুন্ডি হাই স্কুলের জয়জয়কার

অনিশা গোরাই

**জামশেদপুর :** পুরুলিয়া জেলা সর্বশিক্ষা মিশন এর উদ্যোগে জেলা কলা ও সংস্কৃতি উৎসব প্রতিযোগিতায় বাঘমুন্ডি হাইস্কুলের জয়জয়কার। বিবরণে জানা যায় একাধিক বিভাগে মোট ছয়টি পুরস্কার নিয়ে এল বাঘমুন্ডি হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। বাদ্যযন্ত্র ইন্সট্রুমেঃটাল পুরুষ বিভাগে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করল কেশব চক্রবর্তী। সে আগামী নভেম্বর মাসে পুরুলিয়া জেলার হয়ে রাজ্যস্তরে কলকাতায় অংশগ্রহণ করবে,,,, বাকি বিভাগগুলি যেমন ভিজুয়াল আর্ট জেলায় দ্বিতীয় রূপা ভদ্র, শাস্ত্রীয় সংগীত বিভাগে জেলায় দ্বিতীয় আলোক কুইরি, টু ডাইমেনশনাল আর্টে দ্বিতীয় স্থান মৌ কুইরী, টয়স মেকিং তৃতীয় রুপেশ সূত্রধর, শাস্ত্রীয় সংগীতে মেয়েদের বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার

অর্পিতা ব্যানার্জি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাশিদ খান বলেন ছাত্র ছাত্রীদের এই সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয়। আগামী দিনে রাজ্য স্তরেও সাফল্য পাক বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

# এপেক্স ব্যাংক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপন করে সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার, শিক্ষকদের হিতাধিকারী বলে আখ্যা দেওয়াতেও নারাজ তিনি

### বিজয় মালিয়া, নিরব মোদির তুলনায় এপেক্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি অধিক ভয়াবহ বলে মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈর

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি :** ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসক বিরোধী পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডা বর্তমান চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা এপেক্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বিজেপি নেতা মৃণাল শইকীয়ার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। এপেক্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন তিনি। একইভাবে বিজয় মালিয়া, নিরব মোদির তুলনায় এপেক্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি অধিক ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। প্রসঙ্গত এপেক্স ব্যাংকে আর্থিক কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহু ভয়েস রেকর্ডিং, ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষের একাধিক রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অবশেষে এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এপেক্স ব্যাংকে আর্থিক কেলেঙ্কারি সংঘটিত হওয়ার তথ্য প্রচার হচ্ছে। রাজ্যের সাধারণ জনতার অর্থ ব্যাংকে জমা পড়ে থাকে। কিন্তু যেকোনো ব্যাংকে যদি কোনো আর্থিক কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় তাহলে সাধারণ মানুষের অর্থ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এক্ষেত্রে অসম সরকারের উচিত নিজস্বভাবে একটি মামলা রজ্জু করা। বিশেষ করে এপেক্স ব্যাংকের পরিচালনা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি মামলা রজ্জু হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তদন্ত করে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন প্রথম বিষয়টি হলো যেই ব্যবস্থার আঁছিলায় এই কেলেঙ্কারি হয়েছে সেটা নেট ব্যাঙ্কিং প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। অতীতে মোবাইলে মোবাইলের নেটওয়ার্কের সুবিধা না থাকার ফলে তথা ডিজিটাল পরিষেবা না থাকার ফলে চেক জমা দিলে সেটা ক্লিয়ারিং অফিসে যায় এবং অবশেষে সেটার বিপরীতে টাকা দিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে একজন চা বাগান মালিক নিজের চেক জমা দিয়ে ২০ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছেন। সেটা কখনো আইন সংগত হতে পারে না। কারণ চেকের বিপরীতে ২০ কোটি টাকা দেওয়ার কোনো ব্যাংক তথা ব্রাঞ্চের অধিকার নেই। ক্ষমতা নেই। একটি চেকের পরিমাণ যদি ১ কোটি টাকার অধিক হয় তাহলে রিজনাল অফিস কিংবা মুখ্য কার্যালয়ের অনুমতি প্রয়োজন পড়ে। এটাই রিজার্ভ ব্যাংকের গাইড লাইন। একটি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে ১০ লক্ষ্য কিংবা ২০ লক্ষ কিংবা ৩০ লক্ষ পর্যন্ত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। তবে সিনিয়র ম্যানেজার হলে আরো একটু বেশি ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে। কিন্তু তা বলে ২০ কোটি টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। মূলত ব্যাংকের পরিচালন কমিটির সহযোগিতা ছাড়া একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ২০ কোটি টাকা এভাবে দিতে পারেন না বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন তিনি।

দেবব্রত শইকীয়া বলেন ফলে এক্ষেত্রে এপেক্স ব্যাংকের এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সম্পূর্ণ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকা সিএম ভিজিলেন্স, বিউরো অফ ইনভেস্টিনেশন অফ ইকোনমিক অফেন্সেস অথবা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট রয়েছে। ফলে এই বিষয়ে তদন্ত এই সংস্থাগুলোর নিজস্বভাবে নেওয়া উচিত। ডিজিপি জিপি সিংহ সাধারণত কোনো মন্ত্রী বিধায়কের তথা নেতার টুইট পেলে তিনি টুইটের মাধ্যমে জবাব দেন পুলিশ কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে এবার টুইট না করলেও এক্ষেত্রে তদন্ত ব্যবস্থা করা উচিত কারণ পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব যেকোনো ধরনের অপরাধ সংগঠিত হলে সেটা তদন্ত করা। এটা এক অর্থনৈতিক অপরাধ। ফলে এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে একটি দল গঠন করে সেটার তদন্ত করা উচিত। তবে শুধুমাত্র এপেক্স ব্যাংক নয় অন্য একটি ব্যাংকের কথাও সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকে একই ধরনের আর্থিক দুর্নীতি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। একটি ক্রেডিট কার্ড দেওয়া ব্যাংককে এটাকে দিয়ে দিতে চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন দেবব্রত শইকীয়া।

তিনি বলেন এই ব্যাংকটি মূলত গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য শুরু করা হয়েছিল। গত কয়েক বছরে এই ব্যাংকটি দেড়শ থেকে ৩০০ কোটি টাকা লোকসান করেছে। তাছাড়া ব্যাংকটিকে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বহুবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও ব্যাংকটি ভালোভাবে কাজ করতে চায়নি। তাছাড়া এই ব্যাঙ্কে অসম সরকার নাগাল্যান্ড সরকার এবং মেঘালয় সরকারের কিছু তহবিল জমা করা ছিল। এমনকি অসম মালা প্রকল্পের টাকা অসম সরকার এই ব্যাংকে জমা রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার সেটা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাছাড়া রতন টাটা এই ব্যাঙ্কে ইনভেস্টমেন্ট করেছিল বলে জানান তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন যেহেতু এই ব্যাংকের পরিস্থিতির বর্তমান খারাপ চলছে ফলে প্রত্যেকেই নিজেদের জমা করার টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এই ব্যাংকের ছোট ছোট গ্রাহকরা বিপদে পড়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ব্যাংক ব্যবস্থাটি সুদৃঢ় এবং সুশৃংখল করে যাতে কোনো ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি না হয় সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অসম সরকারের প্রতি অনুরোধ এবং আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষকদের হিতাধিকারী বলে আখ্যা দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন শিক্ষকরা অতি সম্মানীয়। যথেষ্ট পরিশ্রম করে শিক্ষকরা নিজেদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। ফলে এভাবে শিক্ষকদের হিতাধিকারী বলে আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাদের হিতাধিকারী বললে ভারতের সেনাবাহিনীকেও হিতাধিকারী বলতে হবে। কিন্তু শিক্ষক কিংবা সেনাবাহিনী কেউ হিতাধিকারী নন বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া। অন্যদিকে এপেক্স ব্যাংক কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন বিজয় মালিয়া, নিরব মোদির তুলনায় এপেক্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি অধিক ভয়াবহ। কারণ বিজয় মালিয়া, নিরব মোদি ঋণ নিলেও তারা গ্যারান্টি দিয়ে ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু এপেক্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গ্যারান্টি ছাড়া শুধুমাত্র চেক দিয়ে বিপুল পরিমাণের অর্থ ঋণ হিসেবে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ।

# কংগ্রেসের নির্বাচনের টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হিসাবে ১০০ শতাংশ লয়েল হওয়ার বিষয় এবং লাই ডিটেক্টর টেস্ট নিয়ে উত্তাল রাজ্যের রাজনীতি

### শুধুমাত্র কংগ্রেস দলে নয় বিজেপিতেও লাই ডিটেক্টর টেস্টের ব্যবস্থা করা উচিত বলে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি :** দলের ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে অসম প্রদেশ কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেছিলেন কংগ্রেসের নির্বাচনের টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত শুধুমাত্র জয়ের সম্ভাব্যতা নয় বরং ১০০ শতাংশ লোয়েল হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি দলের প্রতি কংগ্রেসের টিকেট প্রত্যাশীদের সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ১০০ শতাংশ লোয়েল হতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কংগ্রেসের এই ১০০ শতাংশ লোয়েল হওয়ার বিষয়টি ছাড়াও এর পরবর্তীকালে লাই ডিটেক্টর টেস্ট সংক্রান্তে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। এমনকি এই পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করে শুধুমাত্র কংগ্রেস দলে নয় বিজেপিতেও লাই ডিটেক্টর টেস্টের ব্যবস্থা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। সম্প্রতি দলীয় মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করে তথা ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে পরামর্শ করে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন আগে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সময় মূল বিষয়টি ছিল জয়লাভের সম্ভাবনা। অর্থাৎ চান্স অফ সাকসেস তথা উইনেবিলিটি। আগে এই উইনেবিলিটি উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার টিকেট বিতরণের সময় লয়ালিটি অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। ১০০ শতাংশ লোয়ালিটি না থাকা বিধায়ক সাংসদ হওয়া প্রত্যাশী টিকিট পাবেন না। তবে লয়েলটির সংজ্ঞা কি হবে সেক্ষেত্রে তিনি বলেছেন নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য হতে হবে টিকিটের প্রত্যাশা করা প্রতিজন নেতার। দলের নীতি আদর্শের প্রতি সংবিধানের প্রতি এবং দলের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে। দলের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের প্রতি, রাহুল গান্ধীর প্রতি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় থাকা বিষয়টিকে রয়েলটি বলে গণ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। প্রদেশ কমিটির সভাপতির এই মন্তব্যের পরেই কংগ্রেসের বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এক বিধায়ক বলেন ভুয়া আইপিএস, ডিসি, কাস্টম অফিসার এর মতো ভুয়া কংগ্রেসে থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য বিধায়ক বলছেন তিনি দলের অন্যতম লোয়েল বিধায়ক। এক্ষেত্রে যদি তার রয়েলটি না থাকে তবে তার তুলনায় মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়। এই বিষয়ে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন যদি লয়েলটি প্রমাণ করা নিয়ে প্রশ্ন উদয় হয় তাহলে তিনি লাই ডিটেক্টর টেস্ট দিতেও প্রস্তুত। এমনকি আধ্যাত্মিক ভাবে গণনার মাধ্যমে এই বিষয়ে যেকোনো ধরনের পরীক্ষা তিনি দিতে পারবেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক দুটো মাধ্যমেই নিজের লয়েলটি প্রমাণ করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন বিরোধী দলপতি। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন লাই ডিটেক্টর টেস্ট মূলত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে এভাবে লাই ডিটেক্টর টেস্ট বিষয়টি জুড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। কংগ্রেসের এই ধরনের বার্তালাপ রাজনীতির জন্য সমীচীন নয় বলেও উল্লেখ করেছেন বিজেপি সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটা। অবশেষে লয়েলটি এবং লাই ডিটেক্টর টেস্ট সংক্রান্তে রাজ্যে তুমুল রাজনীতি শুরু হওয়ার মধ্যেই ফের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন শুধুমাত্র কংগ্রেস দলে নয় বিজেপিতেও লাই ডিটেক্টর টেস্টের ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন শুধুমাত্র অপরাধ কিংবা চোর ডাকাতের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো বিষয়ে লাই ডিটেক্টর টেস্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিজেপি কংগ্রেসকে চোর ডাকাতের দল বলে আখ্যা দিয়ে এর সমালোচনা করা ছাড়াও দলটির বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে থাকে। অথচ কংগ্রেস দল থেকেই বহু নেতা বিজেপিতে যোগদান করেছেন। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কংগ্রেস থেকে যাওয়া চোর ডাকাতরা বর্তমান বিজেপি দলে গেছেন। ফলে কেন এই চোর ডাকাতদের নিয়ে বিজেপি দল ভরে দেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। বিরোধী দলবতি বলেন যেহেতু কংগ্রেস দল থেকে যাওয়া নেতাদের লাই ডিটেক্টর টেস্ট করানো হয়নি। ফলে শাসক দলটির প্রতি অনুরোধ থাকলো তারা যেন এই লাই ডিটেক্টর টেস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। কারণ তাদের দলেও এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ দলটির জ্যেষ্ঠ নেতা রমেন ডেকা, রাজেন গোহাই, সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মাঝেমধ্যে নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আসছেন। ফলে তাদের প্রশ্ন করতে হবে বিজেপিতে আসা নতুন নেতাদের লাই ডিটেক্টর টেস্ট করানো হয়েছিল কি নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

# মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীদের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামাঞ্চলে দলের গ্রহণযোগ্যতা অধিক বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য রাজ্য বিজেপির

### ৩১৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি ফ্লাইওভার মহানগরের যানজট সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) :** রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভা গ্রহণ করা যাবতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট রাজ্য বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের কেবিনেটে গ্রহণ করা প্রতিটি সিদ্ধান্তের রাজ্য বিজেপি স্বাগত জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীদের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামাঞ্চলে দলের গ্রহণযোগ্যতা অধিক বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে ৩১৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি ফ্লাইওভার মহানগরের যানজট সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে দলীয় মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বুধবার সাংবাদিকদের বলেন কেবিনেটে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের প্রতিজন মন্ত্রী অসমের বিভিন্ন গ্রামে ৫ দিন কাটাবেন। এই ধরনের পদক্ষেপ এর মাধ্যমে মন্ত্রীরা গ্রাম্য এলাকার সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ দুর্দশা বিষয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। দলীয় মুখপাত্র বলেন সাধারণ জনতা সরাসরি ভাবে মন্ত্রীদের নিজের মনোভাব বয়ান করতে পারবেন। এই পদক্ষেপ সরকার থেকে একপ্রকার অধিক জনমুখী করে তুলবে। কারণ জনতাই জনার্ধন বলে মন্তব্য করেন কিসের উপাধ্যায়। তিনি বলেন সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার বিষয়ে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে অসম সরকার গ্রহণ করা এই পদক্ষেপ অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এর মাধ্যমে রাজ্যের গ্রাম্য এলাকার সাধারণ জনতার মধ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা অধিক বৃদ্ধি করে তুলবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারির মধ্যের এই সময়ে অসম সরকারের মন্ত্রীরা গ্রাম্য এলাকার উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪০০ টি নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করবেন। প্রতিটি ভবন নির্মাণের জন্য সাত কোটি টাকা করে ব্যয় ধার্য করেছে সরকার। এর মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো অধিক উন্নত হবে। ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয় গুণগত মানের এক শিক্ষা পরিবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র পঙ্কজ বরবরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে মহানগরবাসী এক সুস্থ সবল পরিবেশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে মহানগরে উন্নয়নের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রত্যেক মাসে গুয়াহাটিতে উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী গত ৩০ আগস্ট ৪২০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হওয়া মালিগাঁও পান্ডু সংযোগী রাজ্যের সর্বাধিক দৈর্ঘ্যের উড়ালপুল উদ্বোধন করেছেন। তাছাড়া গত ১৫ অক্টোবর হ্যাংরাবাড়িতে ৪৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন লিচুবাগান পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এর মাধ্যমে ২০ হাজারের অধিক পরিবার পানীয় জলের সুবিধা পাবে। এই ধারা অক্ষুন্ন রেখে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুর্গাপূজার প্রাক মুহূর্তে ১৯ অক্টোবর ৩১৬ কোটি টাকা বেয়াই সাপেক্ষে নির্মিত হওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি ফ্লাইওভার এর শুভ উদ্বোধন করবেন। মাত্র ১৯ মাসে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা এই উড়ালপুল মহানগরের যানজটের সমস্যা বহু পরিমানে লাঘব করতে সক্ষম হবে। বিজেপি সরকারের শাসনকালে এই ধরনে মহানগরের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের ফলে দেশের অগ্রণী মহানগর হিসাবে গুয়াহাটি পরিচয় পেতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র পঙ্কজ বরবরা।

### উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ

**মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) :** ভারতের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সাথে উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের যে লক্ষ্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থির করেছেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে আজ শিলচর পর্যন্ত একটি ট্রেনের পরিষেবা এবং আরেকটি ট্রেনের পরিষেবা আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি দুটি নতুন ট্রেন পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রোফেসর (ড.) মানিক সাহা যথাক্রমে গুয়াহাটি ও আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রার সূচনার অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রার সূচনার অনুষ্ঠানে সাংসদ, বিধায়ক, ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বরাক উপত্যকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ১৫৬১৭১৫৬১৮নং. (গুয়াহাটি দুল্লভছড়া গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সূচনা করেন। শ্রী কৃপানাথ মল্ল, সাংসদ (লোকসভা) এবং শ্রী বিজয় মালাকার, বিধায়করাতাবাড়ি দুল্লভছড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের পাশাপাশি মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিসাপ্তাহিক ১৫৬১৭১৫৬১৮নং. (গুয়াহাটি দুল্লভছড়া গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা ২১-১০-২০২৩ তারিখ থেকে সপ্তাহে তিন দিন অর্থাৎ সোম, বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে ২২.০০ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং পরের দিন ০৯.৪৫ ঘণ্টায় দুল্লভছড়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি দুল্লভছড়া থেকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার ১১.১০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ২৩.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। এই নতুন ট্রেনটি অসমের রাজধানী গুয়াহাটি ও মিজোরাম সীমান্তের দুল্লভছড়ার মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ ট্রেন পরিষেবা। অসম ও মিজোরামের সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণের ভ্রমণ সহজ করা জন্য এই ট্রেন পরিষেবাটি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করবে।

ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রোফসের (ড.) মানিক সাহা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১২৫১৯১২৫২০নং. (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কামাখ্যা লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেসটির আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত পরিষেবা ও ০৭৬৮৮০৭৬৮৭নং. (আগরতলা সাব্রুম আগরতলা) দৈনিক ডেমু স্পেশাল ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবার সূচনা করেন। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগের মাননীয় কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক, ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ, পর্যটন, খাদ্য, গণ বণ্টন ও উপভোক্তা সংক্রান্ত মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, এবং ত্রিপুরার বাধারঘাটের বিধায়ক শ্রীমতি মীনারানি সরকারও এই সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১২৫১৯১২৫২০নং. (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস আগরতলা লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার নিয়মিত যাত্রা ২২-১০-২০২৩, রবিবার লোকমান্য তিলক (টি) থেকে ০৭.৫০ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ১৭.৫০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি আগরতলা থেকে বৃহস্পতিবার ০৭.২০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং শনিবার ১৬.১৫ ঘণ্টায় লোকমান্য তিলক (টি) পৌঁছবে। এই ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবা ত্রিপুরার রাজধানীকে ভারতের পশ্চিম অংশ তথা মুম্বাইয়ের সাথে সংযুক্ত করবে। ০৭৬৮৮০৭৬৮৭নং. (আগরতলা সাব্রুম আগরতলা) দৈনিক ডেমু স্পেশাল ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা ২০-১০-২০২৩ থেকে শুরু হবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ১৩.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সাব্রুম পৌঁছবে ১৫.৫৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি সাব্রুম থেকে ১৬.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে আগরতলা পৌঁছবে ১৮.৫০ ঘণ্টায়। ডেমু ট্রেন চালু করার ফলে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জন্য রাজ্য রাজধানী আগরতলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি হবে। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে একটি এসকেলেটর উদ্বোধন করা হয়, যা বিদ্যমান যাত্রীদের সুবিধা আরও বৃদ্ধি করবে। এই নবনির্মিত এসকেলেটরটি প্রবীণ ব্যক্তি ও রোগীদের ট্রেনে ওঠানামা করার সময় ও প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করার সময় সাহায্য করবে।

১২৫১৪১২৫১৩নং. (গুয়াহাটি সেকেন্দ্রাবাদ গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ট্রেনটি শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়, যার সূচনা হয় শিলচর রেলওয়ে স্টেশন থেকে। ১২৫১৩১২৫১৪নং. (সেকেন্দ্রাবাদ শিলচর সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার যাত্রা ২১-১০-২০২৩, শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং সোমবার ২৩.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি শিলচর থেকে বুধবার ১৯.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং শনিবার ০৩.৩৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। এই নতুন ট্রেনটি বরাক উপত্যকা (শিলচর) ও দক্ষিণের শহর সেকেন্দ্রাবাদের সাথে প্রথম প্রত্যক্ষ ট্রেন। এই ট্রেনগুলির সম্প্রসারিত পরিষেবা ও নতুন ট্রেন প্রবর্তনের ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা ইত্যাদির জন্য যে সমস্ত যাত্রী ঘন ঘন যাতায়াত করেন তাঁরা উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপলব্ধ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে।

# আফগানিস্তানকে সহজেই হারালো নিউজিলান্ড

**পুনে ঃ** গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলেও নিউজিল্যান্ডকে আটকাতে পারলেন না রশিদ খানরা।

পরপর চারটি ম্যাচ জিতলো নিউজিল্যান্ড। তালিকায় তারা এখন সবার উপরে। চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ড ছয় উইকেটে ২৮৮ রান তুলেছিল। কিন্তু আফগানিস্তানের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৩৯ রানে। ১৪৯ রানে হারতে হলো তাদের।

আফগানিস্তানের অধিনায়ক টসে জিতে ফিল্ডিং নেন। চেন্নাইয়ের পিচ এমনিতে স্পিনারদের সাহায্য করে। তাই আফগানিস্তানের অধিনায়কের প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত অবাক করার মতো। কারণ, তার হাতে রশিদ খান, নবিসহ একাধিক স্পিনার আছে। পরে বল করলে যারা পিচ থেকে সুবিধা পেতে পারতেন।

তারপরেও নিউজিল্যান্ডকে চেপে ধরার সুযোগ পেয়েছিল আফগানিস্তান। কিন্তু একের পর এক ক্যাচ ফেলে তারা। এই সহজ ক্যাচগুলি নিতে পারলে তাও লড়াই হতে পারত।

আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ এদিন অল্প রানে আউট হয়ে যান। আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ এদিন অল্প রানে আউট হয়ে যান।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ইয়ং ৫৪, লাথাম ৬৮ ও ফিলিপস ৭১ রান করেন। শেষের দিকে চ্যাপম্যান ১২ বলে ২৫ রানের মারকুটে ইনিংস খেলেন।

আফগানিস্তানের ব্যাটাররা তাদের এই ম্যাচে ডুবিয়েছে। ম্‌াত্র ৪৩ রানে তিন উইকেট পড়ে যায় আফগানিস্তানের। শেষ পর্যন্ত ৩৪ দশমিক চার ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি রান করেন রহমত শাহ। তিনি ৩৬ রান করেন। বৃহস্পতিবার একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পুনেতে ভারত ও বাংলাদেশের ম্যাচ। কিন্তু বুধবার সেখানে বৃষ্টি হলো। পুরো মাঠ অবশ্য ঢেকে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। তবে বলা হয়েছে, হালকা বৃষ্টি হবে।

## পুনেতে টানটান উত্তেজনায় ঃ মুখোমুখি বাংলাদেশ ও ভারত

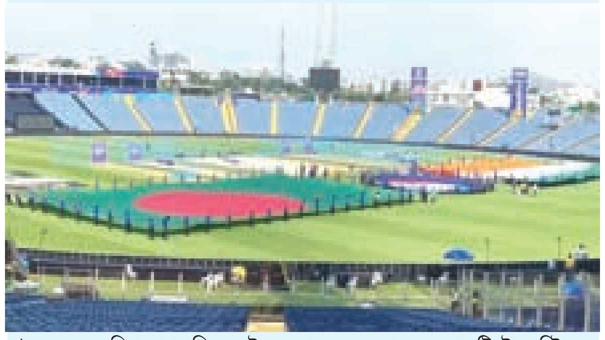

**পুনে ঃ** বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ‑ তা সে ওয়ানডে বা টিটোয়েন্টি যে ফর্ম্যাটেই হোক ‑ বাংলাদেশ আর ভারত মুখোমুখি হলেই নাটকীয়তার ছড়াছড়ি থাকে সাধারণত। মাঠের বাইরে যেমন, মাঠের ভেতরেও ‑ আর এই ট্র্যাডিশন সেই ২০০৭‑এ ক্যারিবিয়ান থেকে চলছে। সেই ষোলো বছর আগে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে হেরেই কার্যত টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশ ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ তারকা সাকিব আল হাসানের সেটাই ছিল প্রথম বিশ্বকাপ, আর ভারতকে হারানোতে বড় ভূমিকা রেখেছিল তরুণ সাকিবের হাফ সেঞ্চুরি। আজ তার এতকাল বাদে পুনেতে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে সেই বিশ্বকাপের আসরেই যখন দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে, তখন কিন্তু ছবিটা সম্পূর্ণ উল্টো। বাংলাদেশের হেড কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেও বুধবার সন্ধ্যায় স্বীকার করলেন, এই মুহূর্তে টুর্নামেন্টে ‘ইন ফর্ম’ টিম হল ভারতই ‑ যারা দুর্ধর্ষ খেলছে। অন্য দিকে বাংলাদেশের জন্য শেষ চারে যাওয়ার লড়াইয়ে টিঁকে থাকতে এই ম্যাচটা জেতা ভীষণ ভীষণ জরুরি ‑ ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর দুটো ম্যাচে হেরে তাদের পিঠ একরকম দেওয়ালে ঠেকে গেছে বলা চলে। বাংলাদেশের জন্য আরও দুশ্চিন্তার কথা, সাকিব আল হাসানকে আজকের ম্যাচে পাওয়া যাবেই ‑ তা এখনও একশো ভাগ নিশ্চিত নয়। ভারতও পাশাপাশি জানিয়ে রেখেছে, বিশ্বকাপে খেলা দল হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা সমীহ করছে ঠিকই ‑ তবে তারা পর পর তিনটে ম্যাচে জেতার ‘মোমেন্টাম’টা এই ম্যাচেও ধরে রাখতে চায়। দলের বোলিং কোচ পরশ মাম্বরে এটাও জানিয়ে দিলেন, ‘রোটেশন’ পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা ভারত এখন মোটেই ভাবছে না ‑ যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যশপ্রীত বুমরা বা কুলদীপ চাহাল, কিংবা শ্রেয়স আইয়ার হার্দিক পান্ডিয়া ‑ কাউকেই বিশ্রাম দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা টিম ম্যানেজমেন্টের নেই। পুনের এই মাঠ খুব ভাল ব্যাটিং উইকেট হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে ‑ এবং বৃহস্পতিবার একটা হাইস্কোরিং ম্যাচ দেখার প্রত্যাশাতেই রয়েছেন দর্শকরা। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বলতে হবে, বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে তাদের খেলা শেষ চারটে ওয়ানডের তিনটেতেই জিতেছে। যার মধ্যে শেষটা আবার গত মাসেই, এশিয়া কাপে। বিশ্বকাপে আবার দু’দলের যে চারবার দেখা হয়েছে, তার মধ্যে তিনবারই জিতেছে ভারত। তবে এসব পুরনো পরিসংখ্যান হয়তো অনেকটাই অর্থহীন। চলতি বিশ্বকাপে আইসিসির স্লোগান হল, ‘ইট টেকস ওয়ান ডে’! এটার এমনও অর্থ করা যায়, ক্রিকেটে একটা দিনেই সব পুরনো হিসেব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে! র‍্যাঙ্কিংকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আফগানিস্তান ইংল্যান্ডকে হারাতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হতবাক করে দিতে পারে ‘দুর্বল’ নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশের হেড কোচ যেমন বলেই গেলেন, আমাদেরও টুর্নামেন্টে ওরকম একটা দিন কিন্তু পাওনা! বিশ্বকাপে এ সপ্তাহে অনেক বড় বড় অঘটন ঘটছে!

গত শুক্রবার চেন্নাইতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলার সময় সাকিব আল হাসান উরুর পেশীতে যে চোট পেয়েছিলেন, সেটা পুরোপুরি সেরে গেছে তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। তবে গতকাল ও পরশু ‑ দু’দিনই তিনি নেটে প্র্যাকটিস করেছেন। চুটিয়ে ব্যাটিং করলেও তাকে অবশ্য বল করতে দেখা যায়নি। ম্যাচের আগের সন্ধ্যায় হাথুরুসিংহে জানালেন, সাকিব এখন ‘ওকে’! ভাল ব্যাটিং প্র্যাকটিস করেছে ‑ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটেও স্বচ্ছন্দ ছিল রীতিমতো। এরপর বুধবার তাকে আবারও পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে স্ক্যান করাতে। সেটার রিপোর্টের ভিত্তিতেই আজ সকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সাকিব খেলবেন কি না। কীভাবে সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হবে, সেটারও একটা আভাস দিয়েছেন হাথুরুসিংহে। প্রথম কলটা আমাদের মেডিক্যাল টিমের। তারা স্ক্যান রিপোর্ট ও আরও সব কিছু দেখে হয় গ্রিন সিগনাল বা রেড সিগনাল দেবেন। রেড সিগনাল দিলে তো আর খেলার প্রশ্নই নেই। আর মেডিক্যাল টিমের সবুজ সংকেত পেলে কোচ ও ক্যাপ্টেন (মানে সাকিব নিজে) মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন খেলানোটা ঝুঁকি হয়ে যাবে ‑ না কি খেলানোই উচিত হবে, জানান তিনি। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট মহলে যারা সাকিবকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন ‑ তারা একবাক্যে বলছেন খেলার সামান্যতম সুযোগ থাকলে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ম্যাচটা যে কোনওভাবে হোক খেলবেন! পুনে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় সোয়া ঘণ্টার দূরত্বে মুম্বাই‑পুনে এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামে এই প্রথম বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘ সাতাশ বছর আগে পুনেতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা শহরের অন্য মাঠে। আজকের ম্যাচ যেখানে হচ্ছে, সেই মাঠটা মাত্রই দশবারো বছরের পুরনো। ঝকঝকে নতুন এবং আধুনিক স্টেডিয়াম। ভারত ও বাংলাদেশ দুটো টিমই এক সুরে জানিয়ে গেল, এটা একটা দারুণ ব্যাটিং সারফেস এবং বোলারদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং! ভারতের বোলিং কোচ পরশ মাম্বরের কথায়, এই সারফেসে বল পড়ে খুব ভালভাবে ব্যাটে আসে। তার ওপর তুলনামূলকভাবে ছোট মাঠ, চার ছক্কাও বেশি হবে ধরে নেওয়া যায়। মাঠটা একটু অল্টিটিউডেও (উচ্চতাতেও) আছে। সব মিরিয়ে পুনের মাঠ বোলারদের জন্য রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং হবে বলে ধরে নিচ্ছি ও সেভাবেই আমরা পরিকল্পনা সাজাচ্ছি, জানালেন তিনি। বাংলাদেশের হেড কোচ হাথুরুসিংহেও বললেন, এ পর্যন্ত আমরা টুর্নামেন্টে যতগুলো উইকেটে খেলেছি তার মধ্যে নিসূন্দেহে এটাই সবচেয়ে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট। পুনে শহরের উপকণ্ঠেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহ্যাদ্রি রেঞ্জ শুরু হয়ে যায়, এই মাঠের চারপাশেও ঘিরে আছে সহ্যাদ্রির অনুচ্চ পাহাড়। সেই পাহাড়ঘেরা পুনের মাঠে আজ পাহাড়প্রমাণ রানের খেলা হবে, এমনটাই তাই আশা করছেন দু’দেশের ক্রিকেটভক্তরা। বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা ওপেনার তামিম ইকবালের সঙ্গে পুনের এই মাঠের একটা অন্য রকম সম্পর্ক আছে, যদিও তা খুব সুখকর বলা যাবে না। ২০১২ ও ২০১৩র আইপিএল মরশুমে, মানে আজ থেকে দশবারো বছর আগে পরপর দু’বার তামিমকে সই করিয়েছিল পুনের অধুনালুপ্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘পুনে ওয়ারিয়র্স’। কিন্তু তামিম একটি আইপিএল ম্যাচেও প্রথম এগারোতে খেলার সুযোগ পাননি ‑ ফলে তার কেরিয়ার স্ট্যাটসেও আইপিএলের জায়গাটা ফাঁকাই রয়ে গেছে। পুনে ওয়ারিয়র্স টিমের ‘হোম গ্রাউন্ড’ ছিল এই স্টেডিয়ামটাই ‑ ফলে এই মাঠে তাকে দিনের পর দিন ডাগআউটে বসতে হয়েছে, কিন্তু খেলার সুযোগ আসেনি। আর আজ যখন বিশ্বকাপে সেই মাঠেই বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে খেলছে, তামিম স্কোয়াডেই নেই! এবং যেহেতু একটার পর একটা ম্যাচে বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে, তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদেরও আরও বেশি করে মনে পড়ছে তামিমের কথা। পুনেতে ম্যাচের আগের সন্ধেতেও হাথুরুসিংহের কাছে জানতে চাওয়া হল, তামিমকে কি আপনারা মিস করছেন? বাংলাদেশের হেড কোচ কেৌশলী উত্তর দিলেন, ও তো এখানে নেই, তাই কী করে বলব ওকে মিস করছি কি না! দুর্ভাগ্যবশত যখন আমরা টিম সিলেক্ট করছিলাম তখন ও প্রস্তুত ছিল না। আরও জানালেন, প্লেয়ার হিসেবে ওর রেকর্ড নিশ্চয় ভাল, কিন্তু ওকে মিস করছি কি না সেটা তো বলতে পারব না ‑ এখানে যারা আছে দলের ভাল ফলের জন্য তাদের ওপরই আমরা ভরসা রাখছি। বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট যে তামিম বিতর্ককে পেছনে ফেলে প্রাণপণে সামনের দিকে এগোতে চাইছে, তার কথায় সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেল।

# কোহলির সেঞ্চুরি, ভারতের ৭ উইকেটের জয়,বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারতের চারে চার

**কলকাতা ঃ** তৃতীয় বলে ওয়াইড লং অন দিয়ে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন কোহলি। ওয়ানডেতে এটি তাঁর ৪৮তম সেঞ্চুরি। ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে। একপেশে ম্যাচে দর্শকদের বাড়তি বিনোদন হয়ে এসেছে কোহলির সেঞ্চুরি। এ নিয়ে টানা চারটি ম্যাচ জিতল ভারত। যদিও পয়েন্ট তালিকায় নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে তারা, নিউজিল্যান্ড শীর্ষে।

প্রথম বলে চার, চতুর্থ বলে ছক্কা। দুটি সিঙ্গেল নাকচ করে দিয়েছেন কোহলি। শেষ বলে গিয়ে সেটি নিয়ে স্ট্রাইক ধরে রেখেছেন। কোহলি সেঞ্চুরিটা চান, সেটি স্পষ্টই। ৯২ রানে অপরাজিত তিনি, ভারতের দরকার ৮ রান।

**রানতাড়ায় কোহলির ৫০ বা এর বেশি রানের ইনিংস**

এ ক্ষেত্রে তাঁর ওপরে শুধু শচীন টেন্ডুলকার। তবে আরও কিছু রেকর্ডের মতো এটিও নিজের করে নেওয়ার খুব কাছে কোহলি। টেন্ডুলকারের এমন ইনিংস ৬৯টি (১৭ সেঞ্চুরি, ৫২ ফিফটি)। কোহলির অবশ্য সেঞ্চুরি ২৬টি, ফিফটি ৪০টি। রান তাড়ায় ফিফটি বা এর বেশি করেছেন, এমন ম্যাচগুলোর ৪৬টিতেই জিতেছে কোহলির দল। আগের ম্যাচে মাহমুদউল্লাহ খেললেও বোলিং করেননি। আটে নেমে ব্যাটিং করেছিলেন শুধু। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে থ্রো এসে আঙুলে লাগার পর বেশ কিছু দিনের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেছেন সে দিনই চোট কাটিয়ে ফেরা কেইন উইলিয়ামসন। থ্রো এসে লাগার কারণে আইয়ারের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, যদিও থ্রো সরাসরি লাগলে তিনি হতে পারতেন রানআউট। সেদিক থেকে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারেন তিনি।

ডেঙ্গুর কারণে বিশ্বকাপের প্রথম দুটি ম্যাচে ছিলেন না এ বছর ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রান করা শুবমান গিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে অবশ্য বড় রান তাড়ার চাপ না থাকলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি, আউট হন ১৬ রান করেই। এবার পেলেন ফিফটির দেখা। শরীফুলের বলে অফ সাইড থেকে সিঙ্গেল নিয়ে ফিফটি পূর্ণ করেছেন তিনি। ৫২ বল লাগল তাঁর। ক্যারিয়ারে গিলের এটি ১০ম ফিফটি, আছে ৬টি সেঞ্চুরি।

**এবারের বিশ্বকাপে রোহিত**

ফিফটি হলো না রোহিতের! নিচে রাখতে চেয়েছিলেন বা থাকার কথা ছিল বা কেন নিচ দিয়ে গেল রোহিত বলছিলেন এমন। হাসান মাহমুদের শর্ট বলে অবশ্য ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ গেছে তাওহিদ হৃদয়ের হাতে। ঠিক আগের বলে ছক্কা মেরেছিলেন, আরেকটি শটের চেষ্টায় আউট রোহিত। ৪০ বল, ৪৮ রান, ৭ চার, ২ ছক্কা রোহিত থামলেন এখানেই। বাংলাদেশ প্রথম ব্রেকথ্রু পেয়েছে ১৩তম ওভারে।

এ বিশ্বকাপে চতুর্থ ম্যাচে এসে দ্বিতীয়বার ওপেনিংয়ে ফিফটি জুটির দেখা পেল ভারত।

তবে শুরুটা আজ দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। তানজিদ হাসান ও লিটন দাসের ৯৩ রানের ওপেনিং জুটির পর অবশ্য পথ হারায় তারা। ৯৩০ থেকে ১৩৭৪ মূল ক্ষতিটা হয়েছে সেখানেই। লিটন, মুশফিকও আউট হয়েছেন অসময়ে। ছন্দে ছিলেন না চারে আসা মিরাজ বা তাওহিদ। হার্দিক পান্ডিয়া মাত্র ৩ বল করে উঠে গেলেও ভারতের তেমন কিছু যায় আসেনি।

উইকেট বেশ ভালোই ব্যাটিংয়ের জন্য। এমন উইকেটে ২৫৬ রানের সম্বল নিয়ে ভারতকে আটকানো সহজ হওয়ার কথা নয় মোটেও। রবীন্দ্র জাদেজা কেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিল্ডার, সেটিই দেখালেন তিনি। আর তাতেই যশপ্রীত বুমরা পেলেন প্রথম উইকেট। শর্ট লেংথের বলে কাট করেছিলেন মুশফিক। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডান দিকে লাফিয়ে জাদেজা নিয়েছেন দুর্দান্ত ক্যাচ। দারুণ বোলিংয়ের পর দারুণ ক্যাচ জাদেজা শো!

শার্দুল ঠাকুরের শর্ট লেংথের বলে খেলা শটে কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না তাওহিদ হৃদয়ের। ৩৫ বলে ১৬ রানের ইনিংসেও আসলে নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাঁর। তবে উইকেটে থেকে মুশফিকের সঙ্গে একটা জুটি হচ্ছিল, যেটি মাঝের ওভারে ধরে রাখছিল বাংলাদেশের ব্যাটিং। ৪২ রানের সে জুটি ভাঙল হৃদয়ের উইকেটে। দ্বিতীয় পাওয়ারপ্লেতে আরেকটি উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ চাপে পড়ল আরেকটু। ক্রিজে এখন শেষ স্বীকৃত জুটি মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ।

বিশ্বকাপে ১ হাজার রান পূর্ণ করতে ৪ রান লাগত মুশফিকের। সে রেকর্ড হলো তাঁর। তবে পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলা মুশফিক ইনিংসের হিসেবে সবচেয়ে ধীরগতির, যেখানে তাঁর সঙ্গী শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী ওপেনার সনাৎ জয়াসুরিয়া।

পান্ডিয়ার চোট ভারতের জন্য বড় ধাক্কাই। তিনি উঠে যাওয়াতে ভারতের এখন পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ বোলার। এমন উইকেটে যেটি চাপে ফেলতে পারে তাদের। পান্ডিয়ার অসমাপ্ত ওভার করেছিলেন বিরাট কোহলি।

# গিনিতে ডিফথেরিয়ায় ৫৮ জনের মৃত্যু, বেশির ভাগই শিশু

**গিনি (ওয়েবডেস্ক):** পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনির উত্তরপূর্বাঞ্চলে ডিফথেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে সেখানে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়। শ্বাসতন্ত্রের অত্যন্ত সংক্রামক এই রোগ ৫-১০ শতাংশ ক্ষেত্রে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। এমনকি এতে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গত জুলাই থেকে সিগুইরি প্রিফেকচারে ৫০০ বেশি মানুষকে পাওয়া গেছে, যাঁরা ডিফথেরিয়ায় আক্রান্ত বলে চিকিৎসকেরা সন্দেহ করেন। লক্ষণগুলো সাধারণত গলাব্যথা ও জ্বর দিয়ে শুরু হয়। তবে এই প্রাদুর্ভাব সামাল দেওয়ার ক্ষমতা গিনির স্বাস্থ্য বিভাগের নেই বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ২০১৪ সাল থেকে দেশটিতে মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কম মানুষ এই ডিফথেরিয়ার টিকা পেয়েছে। অথচ একটি দেশে ডিফথেরিয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা গড়ে তুলতে হলে মোট জনসংখ্যার ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষকে এই টিকার আওতায় আনতে হয়।

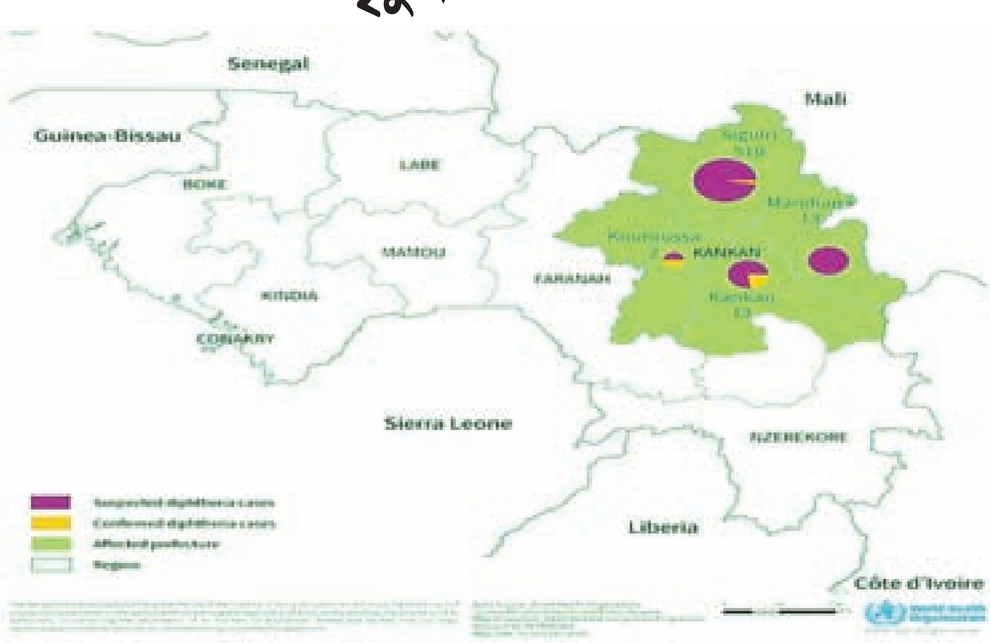


# টেঁটাযুদ্ধের আড়ালে ভয়ংকর গল্প, যেন কারও কিছুই করার নেই

**ঢাকা ঃ** ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং স্বার্থের কারণে টেঁটাযুদ্ধ হয়ে থাকে। এত দিন এমনটাই ধারণা ছিল। তবে সম্প্রতি প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন পড়ে ধারণাটি পাল্টে গেল। টেঁটাযুদ্ধের আড়ালের গল্পটা ভিন্ন ও ভয়ংকর।

নরসিংদীর স্থানীয় গোষ্ঠীপ্রধান, রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালীরা রক্তক্ষয়ী টেঁটাযুদ্ধ উদ্দেশ্যমূলকভাবে জিইয়ে রেখেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা চাঁদাবাজি করে অর্থ হাতিয়ে নেন। রক্তক্ষয়ী ও প্রাণঘাতী যুদ্ধকে কীভাবে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ভাবতেই বিস্ময় লাগে।

আরও ভয়ংকর বিষয় হলো কেউ যদি টেঁটাযুদ্ধে অংশ না নিয়ে নির্ভেজাল জীবনযাপন করতে চান, সেটার কোনো উপায় নেই। বাধ্যতামূলক টেঁটাযুদ্ধে অংশ নিতে হবে। কোনো কারণে কেউ অংশ না নিলে পরে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে জরিমানা হিসেবে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে হবে। তা না হলে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে একঘরে করে রাখা হবে। হামলামামলা করে একের পর এক হয়রানি করা হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত চাঁদার অর্থ না দেবেন, ততক্ষণ নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন চলতে থাকবে।

এমনই হয়রানির শিকার হয়েছেন নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বাঁশগাড়ী ইউনিয়নের ষাটোর্ধ্ব বাসিন্দা ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, 'ছেলে কুয়েতে থাকায় আমাদের ৭০ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছিল। টেঁটাযুদ্ধে যাতে অংশ নেওয়া না লাগে, তার জন্য ছেলে ওই টাকা দুই ধাপে গোষ্ঠীপ্রধানকে দিয়েছে। প্রতিবার টেঁটাযুদ্ধের আয়োজন হলেই এভাবে টাকা দিতে হয়।'

শুধু নরসিংদী নয়, পাশের জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও টেঁটাযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, নাসিরনগর ও কসবা উপজেলায় টেঁটাযুদ্ধের খবর পাওয়া যায়। যমুনা টেলিভিশনের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যায়, ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় টেঁটাযুদ্ধে নিহত হয়েছেন ২৬ জন। এর মধ্যে একজন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। আহত হয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ। মোট ৩৮টি সংঘর্ষের ঘটনার মধ্যে ১৭টি ঘটেছে সরাইল উপজেলায়।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নরসিংদী প্রতিনিধি প্রণব কুমার দেবনাথের করা প্রতিবেদনে বলা হয়, নরসিংদী সদর ও রায়পুরা উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়নের মধ্যে মেঘনার চরবেষ্টিত ১১টি ইউনিয়নে টেঁটাযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। একসময় স্থানীয় দুই পক্ষ শুধু টেঁটা নিয়ে সংঘাতে জড়াত, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলো আগ্নেয়াস্ত্র। সর্বশেষ ১৮ সেপ্টেম্বর ভোরে সদর উপজেলার চরদিঘলদীতে আওয়ামী লীগ-বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধে অন্তত ১৫ জন আহত হন। শরীরে টেঁটাবিদ্ধ অবস্থায় সাতজনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

টেঁটাযুদ্ধ গোপন কোনো বিষয় নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে, আওয়াজ দিয়ে, আয়োজন করে টেঁটাযুদ্ধে জড়ান লোকজন। তবে কেন প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে তৎপর হয় না? সম্ভাব্য বিপজ্জনক বা নাশকতার পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কেন ১৪৪ ধারা জারি করা হয় না?

রক্তক্ষয়ীপ্রাণঘাতী টেঁটাযুদ্ধ কারও কাম্য নয়। স্থানীয় সচেতন লোকজনও এ যুদ্ধে অংশ নিতে চান না। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে এতে অংশ নিতে হয়। এর দায় স্থানীয় পুলিশ সদস্য, প্রশাসনের লোকজন ও রাজনীতিবিদেরা এড়াতে পারেন না। প্রায় শত বছর ধরে চলা টেঁটাযুদ্ধের মতো বর্বর একটি সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। স্থানীয় গোষ্ঠীপ্রাধন, রাজনীতিবিদ, প্রভাবশালীরা কী রাষ্ট্রের চেয়েও ক্ষমতাবান, যে কারণে টেঁটাযুদ্ধ বন্ধ করা যাচ্ছে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পর প্রশাসন বা পুলিশের পক্ষ থেকে টেঁটাযুদ্ধের নেপথ্যের কুশীলবদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এমনকি টেঁটাযুদ্ধে যাঁরা জড়ান, তাঁদের সচেতন করতেও দৃশ্যত কোনো কার্যক্রম চোখে পড়েনি। টেঁটাযুদ্ধে জড়িয়ে অনেকে নিহত হচ্ছেন, চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করছেন। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রশাসনও নীরব। যেন কারও কিছুই করার নেই। তবে নরসিংদী জেলা প্রশাসন ও রায়পুরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, টেঁটাযুদ্ধ বন্ধে কাজ করা হচ্ছে।

রায়পুরার নিলক্ষা, বাঁশগাড়ী, মির্জারচর ও পাড়াতলী ইউনিয়নের নাম টেঁটাযুদ্ধের ঘটনায় বারবার আসে। প্রথম আলোয় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে এই চার ইউনিয়নে টেঁটা ও গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন মির্জারচর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান জাফর ইকবালসহ অন্তত ৫০ জন। আহত হয়েছেন কয়েক শ মানুষ।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর স্থানীয় লোকজনের প্রতিক্রিয়া ও পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম প্রথম আলোর নরসিংদী প্রতিনিধি প্রণব কুমার দেবনাথের কাছে। তিনি বলেন, প্রতিবেদন পড়ে অনেকে টেঁটাযুদ্ধের আড়ালের কাহিনি জানতে পেরে সচেতন হয়েছেন। ভবিষ্যতে টেঁটাযুদ্ধপ্রবণ মানুষকে সচেতন করতে এই প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও মনে করছেন স্থানীয় লোকজন। রায়পুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আজগর হোসেন তাঁকে জানিয়েছেন, টেঁটাযুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরাঞ্চলের গোষ্ঠীপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

টেঁটাযুদ্ধ গোপন কোনো বিষয় নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে, আওয়াজ দিয়ে, আয়োজন করে টেঁটাযুদ্ধে জড়ান লোকজন। তবে কেন প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে তৎপর হয় না? সম্ভাব্য বিপজ্জনক বা নাশকতার পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কেন ১৪৪ ধারা জারি করা হয় না? টেঁটাযুদ্ধ না জড়ানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরাঞ্চলের মানুষকে সচেতন করতে হবে, সতর্কতা জারি করতে হবে। এতে কাজ না হলে 'টেঁটাযুদ্ধ'কে অপরাধ বলে গণ্য করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যাঁরা টেঁটাযুদ্ধের ইন্ধনদাতা, নেপথ্যের হোতা ও সর্বোপরি টেঁটাযুদ্ধে যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনপ্রয়োগ করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে ১৩ অক্টোবর মুঠোফোনে নরসিংদীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) বদিউল আলমের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, টেঁটাযুদ্ধ বন্ধে তাঁরা কাজ করছেন। প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পর তিনি টেঁটাযুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন, চরাঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের কাছে আগে পাঠানো হয়েছে, যেটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। আশা করছেন, থানাটি স্থাপিত হলে চরাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে, পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হবে।

ডিসি বদিউল আলম আরও বলেন, ভবিষ্যতে যদি টেঁটাযুদ্ধের আগাম বার্তা পাওয়া যায়। বিবাদমান দুই পক্ষের নাশকতা বন্ধে আইন অনুযায়ী, যদি ১৪৪ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে ১৪৪ ধারা জারি করা যেতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে টেঁটাযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব।

টেঁটাযুদ্ধ জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে স্থানীয় পাড়াতলীর যুবক শামীম (ছদ্মনাম) ও তাঁর মায়ের। শামীম বলেন, 'দুই বছর আগের কথা। গোষ্ঠীর বিবাদে জড়াতে চাইনি। এ জন্য মাকে বাড়িতে রেখে পরিবারের বাকিরা নরসিংদী শহরের ভাড়া বাসায় উঠি। টেঁটাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী পক্ষের এক দল ছেলে আমাদের বাড়িতে ঢুকে মাকে ভয় দেখায়, এলাকা ছাড়তে বলে। মা বাড়ি না ছাড়ায় তারা চাঁদা চেয়েছে। চাঁদা না দেওয়ায় বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তখন মাকে নরসিংদীতে নিয়ে এসেছি।'

তবে এ ঘটনায় শামীম কোনো মামলা করেননি। তিনি বলেন, মামলা করলে আর এলাকায় যেতে পারবে না তাঁর পরিবার। তাঁর মা ফেলে আসা বাড়িতে কোনো দিন ফিরতে পারবেন কি না, তা ভেবে মন খারাপ করেন। তাঁর কাছে জানতে চান, এই সংঘাতের শেষ কোথায়?

প্রশাসন কী এই মায়ের প্রশ্নের জবাব দেবে? তাদের কাছে এই প্রশ্নের জবাব আছে। সংকট সমাধানের পথও জানা আছে। তবে কেন প্রশাসন টেঁটাযুদ্ধ বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

## টুকরো খবর

# কী শর্তে আইএমএফএর কাছ থেকে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ?

**ঢাকা ঃ** ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড় নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের (রিভিউ কমিশন)। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন। এখন আইএমএফের বোর্ড অনুমোদন করলে ডিসেম্বর নাগাদ দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাবে বাংলাদেশ। ৪ অক্টোবরে আসা আইএমএফ রিভিউ মিশনের কাজ বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সমাপনী সভা করে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক আইএমএফের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা কথা জানিয়ে বলেন, আমাদের প্রস্তাবে তারা রাজি হয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার আগামী ডিসেম্বরে পেতে আমরা আশাবাদী। আইএমএফ এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রথম কিস্তির রিভিউ সম্পন্ন করার জন্য যেসব নীতি গ্রহণ প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইএমএফ কর্মকর্তাদের বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছে। আইএমএফর মিশন প্রধান রাহুল আনন্দ বলেন, কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত এখন আইএমএফ বোর্ডে তোলা হবে অনুমোদনের জন্য। তবে কেউ স্পষ্ট করেননি যে কোন বিষয় নিয়ে সমঝোতা বা ঐক্যমত্য হয়েছে। শর্তপূরণের ব্যাপরে কী হয়েছে। আইএমএফের শর্তপূরণে বাংলাদেশ কীভাবে কাজ করবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সম্ভবত আইএমএফ রিজার্ভ ও রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে বাংলাদেশকে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। তবে আরো যে ঋণ বাকি আছে তা পেতে বাংলাদেশকে পর্যায়ক্রমে শর্ত পূরণ করতে হবে। আর এখানো আইএমএফের বোর্ডের ওপর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া নির্ভর করছে। তবে রিভিউ মিশন অনুমোদন করলে বোর্ড সেটাই অনুমোদন করে। এটাই প্রচলিত নিয়ম। কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট যখন প্রকাশ হবে তখন কোন কোন বিষয়ে, কী শর্তে সমঝোতা হয়েছে তা জানা যাবে বলে জানান তারা। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি আইএমএমএফ বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে। ২.২ শতাংশ সুদে মোট সাত কিস্তিতে ৪২ মাসে এই ঋণ দেয়ার কথা বলা হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ঋণের প্রথম কিস্তির ৪৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার পায় বাংলাদেশ। আগামী নভেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তির ৬৪ কোটি ১০ লাখ ডলার পাওয়ার কথা ছিলো। এখন ডিসেম্বরে সেটা পাওয়া যেতে পারে। আইএমএফ এই ঋণ দেয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত বেধে দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো রিজার্ভ থাকতে হবে ২৬ বিলিন ডলার এবং কর-জিডিপির অনুপাত ০.৫ শতাংশ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। আরো যেসব শর্ত তা হলো, রিজার্ভের হিসেব করতে হবে আইএমএফের অনুসৃত পদ্ধতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার দর বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া, খেলাপি ঋণের পরিমান কমিয়ে আনা। বাংক ও আর্থিক খাতের সংস্কার। রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষতা এবং আয় বাড়ানো। জ্বালানি পণ্যের দাম সমন্বয়। এসবের জন্য সময়ও বেধে দেয়া হয়। তাই প্রথম কিস্তির ঋণ দেয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তি দেয়ার আগে গত ৪ অক্টোবর আইএমফের রিভিউ মিশন বাংলাদেশে আসে। বৃহস্পতিবার তারা এই মিশনের কাজ শেষ করেছে। তারা এই সময়ে ঋণের শর্তগুলোর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই মিশনে সবচেয়ে যে দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলো রিজার্ভের শর্ত পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। আর আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব আহরণ করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড(এনবিআর)। আরো অনেক শর্ত পূরণে বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়, বিশেষ করে ঋণ খেলাপির পরিমাণ কমানো। খেলাপি ঋণের পরিমাণ উল্টো বেড়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিজার্ভ ও রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে শর্ত পুরণ করতে না পারার বিষয়টি বিবেচনার জন্য আইএমএফকে অনুরোধ জানানো হয়। জানাগেছে শর্তসাপেক্ষে রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে নির্ধারণের বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে অনুরোধ জানানো হয়েছে তা বিবেবচনায় সম্মত হয়েছেন আইএমএফের কর্মকর্তারা। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। তাছাড়া সুদহার ও মুদ্রার বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করার বিষয়ে জোর দিয়েছে আইএমএফ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে আইএমএফের। তারা এটি কমিয়ে আনার সুপারিশ করেছে। এসব বিষয়ে বাংলাদেশ শর্ত পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ''দেশে রিজার্ভের যা অবস্থা তাতে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া গেলে তা একটি সুখবর। আমাদের জরুরি আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য এটা বেশ কাজে দেবে। তবে এটা সহজভাবে শর্ত পূরণের মাধ্যমে পাওয়া যায়নি। তিনি মনে করেন, আমার মনে হয় ব্যাংকিং সেক্টর, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশকে হয়তো এখনই কাজ শুরু করতে হবে। সরকার এই কাজগুলো করতে হয়তো বা অঙ্গীকার করেছে এবং নির্বাচনের পর যে সরকারই আসুক তাদের এই কাজগুলো করতে হবে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''এই ঋণের একটি অংশ জরুরি আমদানি ব্যয় মেটাতে কাজে লাগবে। রিজার্ভ কিছুটা চাপমুক্ত হবে। কিন্তু একইসাথে আমরা যেভাবে বিলাস পণ্য আমদানির কথা শুনছি তাতে উদ্বেগের কারণ আছে। বিলাস পণ্য আমদানি পরিহার করতে হবে। আর বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সাবেক মূখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ''আমার মনে হয় বাস্তবতার নিরিখে আইএমএফ প্রতিনিধি দল শর্তের ব্যাপারে আপাতত কিছু ছাড় দিয়েছে। লক্ষ্য কিছু কমাবে। যেমন রিজার্ভ আমার ধারণা ২০ বিলিয়ন ডলার করবে, যেটা ২৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। রাজস্বের ব্যাপারে কিছু কাজ হয়েছে, আরো করতে হবে। লক্ষ্য কিছু কমাবে। ডলারে বাজার ভিত্তিক দর, জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় এই বিষয়গুলো আছে। ডলার নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় হয়তো নির্বাচনের পর সরকার করবে, তখন দাম বাড়বে। তবে সমাঝোতার ক্ষেত্রগুলো জানতে হলে তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যেটা ওরা বোর্ডের কাছে জমা দেবে। তার কথা, ''এখন আইএফমএফের বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণের ব্যাপারে। তবে সাধারণত রিভিউ মিশন তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সুপারিশ করে। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ বাংলাদেশ পাচ্ছে। কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে দ্বিতীয় কিস্তির পেলেইে পরের কিস্তিগুলোও পাবে। এখন তারা শর্তে কিছু ছাড় দিয়েছে। কিন্তু আইএমএফ তার শর্ত পূরণের অবস্থা দেখে পরের কিস্তিগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

## বিএনপির 'মহাযাত্রা'য় কী হবে? আর আওয়ামী লীগ কী করবে?

**ঢাকা ঃ** বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি আগামী ২৮শে অক্টোবরের পর 'মহাযাত্রা'র ঘোষণা দেয়ার পর, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলছে 'পরিস্থিতি মোকাবেলা'র জন্য তারাও এখন প্রস্তুত। আগামী মাসে অর্থাৎ নভেম্বরে সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। দল দুটির শীর্ষ পর্যায়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, এ তফসিল ঘোষণার সময়টিকে লক্ষ্য করেই নিজেদের অবস্থান অনুযায়ী পরস্পরকে মোকাবেলার জন্য সব ধরণের প্রস্তুতিই নিচ্ছে উভয় দল। আবার সম্প্রতি ঢাকা সফর করে যাওয়া মার্কিন প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলটি ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু নিয়ে সংলাপসহ যে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছে, তা নিয়েও দল দুটির অবস্থান এখন বিপরীত মেরুতে। আওয়ামী লীগ বলছে, সংলাপ চাইলে বিএনপিকে 'সরকারের পদত্যাগ কিংবা পতনের'র সব কর্মসূচি প্রত্যাহার' করতে হবে আগে। আর বিএনপি বলছে সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আগে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। ওদিকে হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতাকর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়েও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানামুখী আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে বিএনপি অভিযোগ করেছে যে, বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের নির্বাচনের বাইরে রাখা নিশ্চিত করতে 'মিথ্যা মামলায় সাজা' দেয়া হচ্ছে। তবে আওয়ামী লীগ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

# ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সমঝোতার আভাস নেই, জিম্মিদের কী হবে?

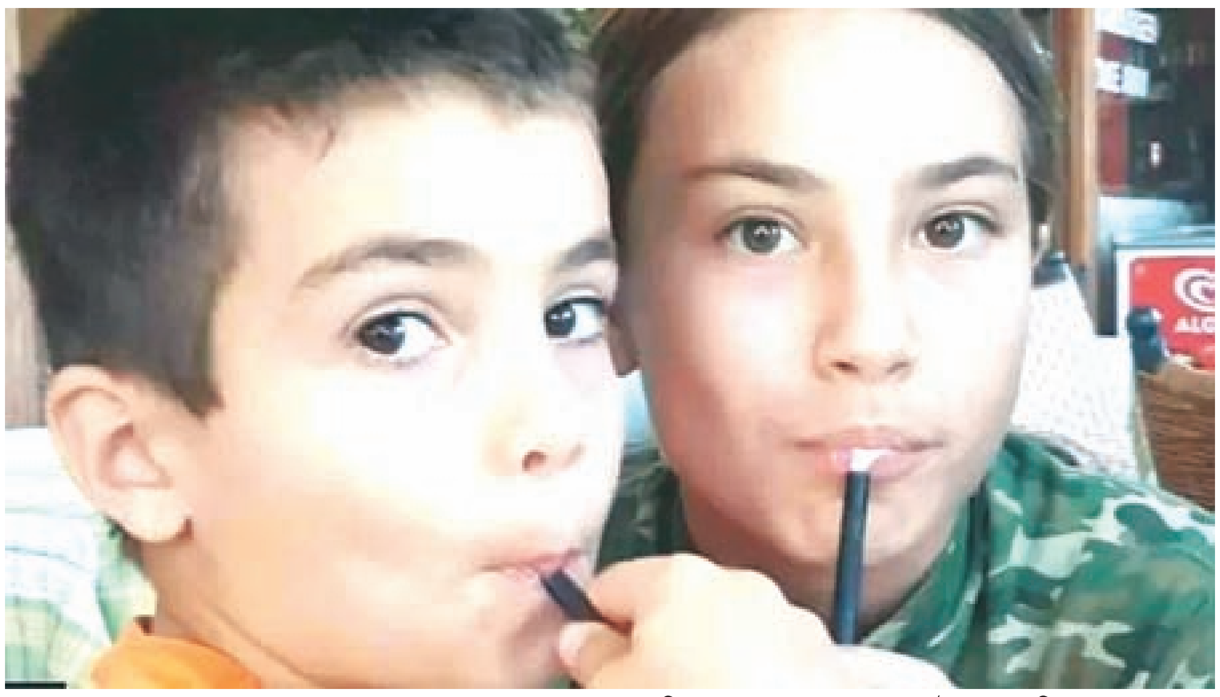

**গাজা (এজেন্সী) ঃ** গাজার হাসপাতালে মঙ্গলবারের হামলায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০জন মানুষ নিহত হয়েছেন। এরপর বুধবার রাতেও গাজার আরেকটি হাসপাতালের কাছে হামলা হয়েছে। এ মাসের সাত তারিখ থেকে শুরু হওয়া সংকট ক্রমশঃ উত্তপ্ত হচ্ছে।

সর্বশেষ গাজায় হাসপাতালে বিমান হামলার পর সংকট নিরসনের সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে গেছে।

এদিকে, ইসরায়েল বা হামাস কারো মধ্যেই সমঝোতার কোন আভাস দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে জিম্মিদের কী হবে এখন?

এর আগে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে হামাস বন্দুকধারীরা অন্তত ১৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে গিয়েছিল, যাদের গাজার বিভিন্ন গোপন জায়গায় রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে নারী, শিশু ও বয়স্করাও রয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইসরায়েল যদি এখন গাজায় পূর্ণ মাত্রার অভিযান চালায়, তাহলে এসব জিম্মি বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে?

ইসরায়েল একটি স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে এরই মধ্যে গাজা সীমান্তে সেনা মোতায়েন, ভারী আর্টিলারি এবং ট্যাংক জড়ো করেছে তারা।

ইসরায়েলে হামাসের সশস্ত্র সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালানোর পর থেকে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল।

পেছন থেকে কাতার, মিশর ও সম্ভবত আরও কয়েকটি দেশ জিম্মিদের একাংশের মুক্তির জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

একটি আইডিয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে যে হামাস নারী ও শিশু বন্দীদের মুক্তি দেবে এবং বিনিময়ে ইসরায়েল ৩৬ নারী ও কিশোর বন্দীকে ছেড়ে দেবে।

ইসরায়েলের রেইচম্যান ইউনিভার্সিটির ইন্সটিটিউট ফর পলিসি অ্যান্ড স্ট্রাটেজির সিনিয়র বিশ্লেষক মাইকেল মিলস্টাইন বলছেন যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে কোন মূল্যে জিম্মি হওয়া ব্যক্তিদের ফেরত পাওয়াই হতো ইসরায়েলের বড় অগ্রাধিকার। কিন্তু এখন তাদের অগ্রাধিকার হলো সামরিক হুমকি হিসেবে হামাসকে নির্মূল করা।

উভয় পক্ষেই উত্তেজনা ও ক্রোধ বাড়ছে। ইসরায়েল ও হামাস কারও মধ্যেই সমঝোতার মেজাজটাই নেই।

ইসরায়েলিরা হতভম্ব ও ক্ষুব্ধ যে বন্দুকধারীরা কীভাবে সহজেই দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে ঠাণ্ডা মাথায় প্রায় বারশো মানুষকে হত্যা করতে পারলো।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা, শুধু হামাস নয়, শনিবারের পর থেকে গাজায় দুই হাজারের মতো বিমান হামলার আড়াই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুতে ক্রোধে ফুঁসছে। গাজায় তেল, বিদ্যুৎ, জল ও ঔষধ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কোন সতর্কতা ছাড়া বিমান হামলা চালিয়ে ইসরায়েল কোন বেসামরিক নাগরিক হত্যা করলে জবাবে এর প্রতিটির জন্য একজন করে জিম্মিকে হত্যার ঘোষণা দিয়েছে হামাস। তবে এমন কিছু তারা করেছেন তেমন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

একই সাথে ইসরায়েলের দিক থেকেও সংযমের কোন আভাস নেই। গাজার বড় অংশকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। তবে মাইলস্টেইন বিশ্বাস করেন যে হামাস হয়তো নারী, শিশু ও বয়স্কদের আটকে রাখতে আগ্রহী নাও হতে পারে।

কারণ ব্যাপক বিমান হামলার মধ্যে তাদের উচ্চ মাত্রার যত্ন নেয়া সহজ নাও হতে পারে। হামাস তাদের অবস্থানও গোপন রাখার চেষ্টা করছে যাতে করে সেখানে ইসরায়েল কোন তথ্য না পেতে পারে।

এর পরিবর্তে, হামাস চাইবে তাদের হাতে জিম্মি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে পূর্ণ সুবিধা আদায় করতে। আলোচনা হলেও যাতে এদের মুক্তির বিনিময়ে বড় কিছু আদায় করা যায়।

জিম্মি প্রসঙ্গে বড় ধরনের সংকটে ইসরায়েলি সরকার। এখন কী সামরিক উদ্ধার অভিযান হবে, যেখানে কিছুটা ঝুঁকিও থাকবে? নাকি এটা দীর্ঘায়িত হবে, যতক্ষণ না হামাস বিমান হামলায় দুর্বল হয় যা তাদের একটি সমঝোতায় আসতে আগ্রহী করে তুলবে।

এসব বিকল্পগুলোর কিছু ঝুঁকি আছে। যদিও জিম্মিদের টানেল বা বাঙ্কারে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়, তারপরেও বিমান হামলা থেকে তারা সুরক্ষিত নাও হতে পারে।

এছাড়া জিম্মিকারীরা তাদের মেরে ফেলতে পারে এ সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়। রাগের কারণেও এটি হতে পারে, আবার তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে এই ভয় থেকেও হতে পারে।

নাইজেরিয়াতে এমনটি ঘটেছিলো ২০১২ সালে। যুক্তরাজ্য নাইজেরিয়ান স্পেশাল ফোর্স জিহাদিদের হাত থেকে দুজন জিম্মিকে উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছিলো।

ইসরায়েল দ্রুতই একটি হোস্টেজ সিচুয়েশন রুম স্থাপন করেছে। হামাস যাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে গেছে, তাদের বিস্তারিত তথ্য নেয়া হয়েছে।

যে জিম্মিদের ইসরায়েলের ভূখণ্ডেই রাখা হয়েছিলো, বন্দুকধারীদের হত্যা করে তাদের মুক্ত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও পুলিশের স্পেশাল ফোর্স। তাদের জিম্মিকারী হামাসের সবাইকে মারা হয়েছে।

মাইকেল মিলস্টাইন বিশ বছর ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলছেন যে 'গাজার সব ঘরবাড়ি ও রাস্তার তথ্য আমাদের হাতে নেই'। সেখানেই হামাস নিজেদের ও তাদের জিম্মিদের ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় আড়াল করে রাখতে সক্ষম হবে। জিম্মি উদ্ধারে ইসরায়েলের বিশেষ দক্ষতা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে তৈরি করা গোপন সায়েরেত মাতকাল ইউনিট অনেকটা আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স কিংবা ব্রিটেনের এসএএস'র মতো। ১৯৭৬ সালে উগান্ডার বিমানবন্দরে ছিনতাই হওয়া একটি বিমান থেকে এর কমান্ডোরা জিম্মিদের উদ্ধার করেছিলো।

ওই ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন জোনাথন নেতানিয়াহু। তিনিই কমান্ডোদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ওই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এখনকার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার ভাই। এখন পুরো সিদ্ধান্তই তার হাতে যে আলোচনার মাধ্যমে জিম্মিদের মুক্ত করবেন নাকি শক্তি প্রয়োগ করে করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে বলে খবর আসছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে এসেছে দেশটির বিশেষ রণতরী। অন্যদিকে হামাস অসম যুদ্ধেও তার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। ইসরায়েলের আধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রের শক্তির মুখেও নিজেদের প্রমাণ করেছে।

শুধু মাত্র প্রযুক্তিগত যোগাযোগ এড়িয়ে তারা সাতই অক্টোবর বড় হামলা করতে সক্ষম হয়েছে। যেসব বন্দুকধারীরা ১৫০ জনকে জিম্মি করেছে তাদেরকেও সম্পূর্ণ অগোচরে রাখা হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরত্বে রাখা হয়েছে জিম্মিদেরও।

এটা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন নেই যে ইসরায়েল এবার ইতিহাসের কঠিনতম জিম্মি সংকট মোকাবেলা করছে, বলছিলেন মাইকেল মিলস্টাইন।

# গাজায় ত্রাণ পৌঁছাতে ক্রসিং খুলে দিতে রাজি হয়েছে মিশর

**মিশর ঃ** মিশরের প্রেসিডেন্ট গাজায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে একটি সীমান্ত ক্রসিং খুলে দিতে রাজি হয়েছেন, যেখানে ত্রাণবাহী ২০টি পর্যন্ত ট্রাক যেতে পারবে।

এদিকে, ইসরায়েলের মানুষের সাথে সংহতি জানিয়ে দেশে ফিরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের পথে থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বৃহস্পতিবার সকালেই ইসরায়েলে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

ওদিকে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, গাজার হাসপাতালে হামলার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং এ পর্যন্ত ৪৭১ জন মারা গেছে।

হাসপাতালে বিস্ফোরণের সাথে নিজের সম্পৃক্ততার খবর প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ইসরায়েলের এ অবস্থানকে সমর্থন করেছেন।

যদিও হামাস তাৎক্ষনিকভাবে ওই ঘটনার জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করেছিলো। তবে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফের অভিযোগ ফিলিস্তিনিদের ছোড়া রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে আরব বিশ্বের অনেক দেশই হামাসের মতো ইসরায়েলকেই ওই হামলার জন্য দোষারোপ করেছে এবং আরব নেতারা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে তাদের বৈঠকও বাতিল করেছেন।

মিশর গাজায় ত্রাণ সহায়তা পাঠানোর জন্য রাফাহ ক্রসিং খুলে দিতে সম্মত হয়েছে। এই ক্রসিং দিয়ে ২০টি পর্যন্ত ত্রাণবাহী ট্রাক পাঠানো যাবে। আগেরদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ ঘোষণা দেয়ার পর মিশরের দিক থেকেও সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিশরের প্রেসিডেয়ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাফাহ টার্মিনাল ব্যবহার করে গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়ে একমত হয়েছেন, দেশটির প্রেসিডেন্টের একজন মুখপাত্র আহমেদ ফাহমি এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন।

তবে তিনি কোন সময়সীমার কথা উল্লেখ করেননি।

রাফাহ মিশরের সিনাই মরুভূমি সংলগ্ন একটি সীমান্ত পথ যেটি গাজার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। গাজা থেকে বের হবার আরও দুটি সীমান্তপথ রয়েছে, যেগুলো পুরোপুরি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে এবং দুটোই এখন বন্ধ।

ফলে মিশরের এই সীমান্ত পথটিই এখন গাজার উদ্বাস্তুদের একমাত্র ভরসা। তবে ইসরায়েল গাজা যুদ্ধ শুরু হবার পর সীমান্তটি মিশর বন্ধ করে দেয়ায় সেটি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলছিল।

গত সাতই অক্টোবর গাজার উত্তরাঞ্চলের ইরেজ সীমান্ত দিয়ে ইসরায়েলে আক্রমণ করে হামাস। এ ঘটনার পর পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সীমান্তটি বন্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল।

ফলে রাফাহ সীমান্তটিই এখন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য গাজা ত্যাগ করার একমাত্র স্থলপথ। গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রেও রাফাহ এখন গুরুত্বপূর্ণ।

মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, গাজার জন্য মানবিক সহায়তা সামগ্রীপূর্ণ একটি উড়োজাহাজ উত্তর সিনাইয়ের আল আরিশ বিমানবন্দরে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে।

রাফাহ সীমান্তের কাছে জ্বালানি ও মানবিক সহায়তা সামগ্রী বহনকারী কয়েক ডজন লরিও এখন গাজায় প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

**মধ্যপ্রাচ্য যাচ্ছেন ঋষি সুনাক**

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দু দিনের সফরে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আজ মানে বৃহস্পতিবার সকালেই তার ইসরায়েল পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

সেখানে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট ইসাক হারজগ এর সাথে তার সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে।

ওই অঞ্চলে দুদিনের সফরে তিনি আরও কয়েকজন নেতার সাথে সাক্ষাত করবেন।

ডাউনিং স্ট্রীট বলেছে যে হামাসের হামলার জের ধরে ইসরায়েল ও গাজায় যে প্রাণহানি ঘটেছে তাদের প্রতি নিজের সমবেদনা জানাবেন মি. সুনাক।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলিও আগামী কয়েকদিনে মিশর, তুরস্ক ও কাতার সফর করবেন।

এছাড়া বুধবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শাপসের।

যুক্তরাজ্য এর আগে জানিয়েছিল, তারা একের পর এক হামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছে এবং এর প্রতিকারে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

নেটোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত বিবিসিকে বলেছেন, ইসরায়েল হামাস দ্বন্দ্বের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত প্রাইভেট চ্যানেল ব্যবহার করে ইরানের সাথে যোগাযোগ করছে।

আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্র গোপনে ইরানের সাথে যোগাযোগ করেছে প্রাইভেট চ্যানেল ব্যবহার করে। এসব চ্যানেলগুলো এসব কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, বলছিলে আইভো ডেয়ালডার। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নেটোতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

তিনি বিবিসিকে বলেছেন, এবং কোন সন্দেহ নাই যে ইরান জানে, যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কী করতে চায়। এটা এমন বিষয় নয় যে প্রেসিডেঃট প্রকাশ্যে এ নিয়ে কথা বলবেন।

এর আগে চলতি সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যান বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র চলমান ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ না করতে সতর্ক করার জন্য ইরানের সাথে কথা বলেছে।

চলমান সংকটে ইরানের অন্তর্ভুক্তি মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সংকটকে ছড়িয়ে দেয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ইরানি কর্মকর্তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বলে খবর বের হয়েছে।

এছাড়া ইরান সমর্থিত হেজবুল্লাহ সশস্ত্র গোষ্ঠী সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলি সেনাদের সাথে গুলি বিনিময় করেছে।

ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গাজার আল আহলি আরব হাসপাতালের পুরো প্রাঙ্গণ জুড়ে রক্তের দাগ এবং যত্রতত্র পড়ে আছে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্রসহ নানা কিছু।

কাছেই একটি পার্কিং এরিয়ায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাড়ির সারি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশেপাশের ভবনগুলোও।

গাজা শহর থেকে বিবিসি নিউজের রুশদি আবু আলৌফ জানিয়েছেন, যে সেখানে এখন আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে এবং মানুষজন আসলে বোঝার চেষ্টা করছে যে কী ঘটেছে সেখানে, যে জায়গাটিতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানুষ সুরক্ষিত থাকার কথা।

আমরা বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসেছি, বিস্ফোরণে বেঁচে যাওয়া একজন নারী বলছিলেন বিবিসিকে। আমরা ভেবেছিলাম এটি নিরাপদ কিন্তু এখানেই বোমা ফেলা হলো।

তবে অনেকেই এখনো ওই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থান করছেন কারা পরিবহন না থাকায় তারা দক্ষিণের দিতে যেতে পারছেন না।

লেবাননে হেজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ বলেছেন তারা লেবাননে হেজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে।

এ সম্পর্কে আর কোন তথ্য তারা দেয়নি।

লেবাননের আল মায়াদিন টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে লেবাননের দক্ষিণে দুটি গ্রাম এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ওদেশার কাছে কাফার সুভায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে বলেও চ্যানেলটি জানিয়েছে।

হেজবুল্লাহ বলেছে যে তারা বুধবার ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে ইসরায়েলি মিলিটারি পোস্টে হামলা চালিয়েছে।

হামাসের মতো হেজবুল্লাহকেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও তাদের সহযোগীরা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

ইরান সমর্থিত এই সংগঠনটির লেবাননে শক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক উপস্থিতি আছে। ২০০৬ সালে তারা ইসরায়েলের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে যাতে প্রায় বারশো মানুষ নিহত হয়েছিলো।

**জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন বাইডেন**

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ভাষণ দিবেন বলে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে।

ওই ভাষণে তিনি ইসরায়েলে হামাসের হামলার জবাব এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার নিষ্ঠুর যুদ্ধের বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বলে তার মুখপাত্র ক্যারিন জিন পিয়েরে জানিয়েছেন।

মি. বাইডেনের ইসরায়েল সফর শেষ হওয়ার পর তার ভাষণের বিষয়ে ঘোষণা দেয় হোয়াইট হাউজ।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এ মূহূর্তে কোন স্পিকার না থাকায় ইসরায়েল ও ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য কোন প্রস্তাব পাশের সুযোগ নেই।